NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ও তাঁর ‘ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’

বিজেপি কর্মীদের মাথা ফাটানো, বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ৬

কলকাতা ৭ জুন ২০২৪ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.6.2024, Vol.17, Issue No. 355, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

নির্বাচন শেষে নবান্নে ফিরেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের পর্বে নির্বাচন কমিশনের করা যাবতীয় রদবদল পাল্টে ফের প্রশাসনকে পুরনো রূপে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের পর বৃহস্পতিবার প্রথমবার নবান্নে যান মুখ্যমন্ত্রী। গিয়েই বৈঠক করেন মুখ্যসচিব-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে। সেখানেই তিনি ওই নির্দেশ দেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর বৃহস্পতিবারই নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে প্রশাসনের সম্পূর্ণ রাশ ফিরেছে রাজ্য সরকারের কাছে। তাই এখন আর প্রয়োজনীয় রদবদল করতে আর কোনো বাধা নেই। নির্বাচনের সময় আচরণবিধি মেনে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গার পুলিশ প্রশাসনে বদলি করেছিল নির্বাচন কমিশন। বিশেষত স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে পুলিশ সুপার, থানার আইসি, ওসি-দের বদল করা হয়েছিল। কাউকে কাউকে ভোটের কাজ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়। তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বিভিন্ন জনসভা থেকে প্রতিবাদ করেছিলেন। এবার আদর্শ আচরণবিধি উঠে গেলে সেই অফিসারদের আবার নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে। এদিন সেসব নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে ওই সব আধিকারিকদের স্বস্থানে ফেরা এখন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

সুনীলকে নতুন জীবনের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুনীল ছেত্রী ফুটবলকে বিদায় জানালেন কলকাতার মাটিতে। তাই সুনীলকে নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজ্যে ফুটবল খেলা শুরু করে এখানেই জীবনের শেষ ম্যাচ খেলতে নামা সুনীলকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘তুমি আজ নতুন এক অধ্যায়ের মুখে! স্বাগতম!’ এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আজকের দিনটি বিদায় জানানোর দিন নয়। আজকের দিনটি নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন। তুমি তোমার পরিবার, বাংলা ও ভারতের মুখ ভবিষ্যতেও উজ্জ্বল করবে, এই আশা রাখি ও প্রার্থনা করি।’ পাশাপাশি, সুনীলকে বাংলার সোনার ছেলে হিসাবে অভিহিত করে তিনি লিখেছেন, ‘তুমি বাংলার সোনার ছেলে, জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক, এশিয়ার খ্যাতনামা ক্রীড়াতারকা, সারা বিশ্বে সমাদৃত গোলদাতা; সর্বার্থে সফল।’ সুনীল আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতায় বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেবেন। অধিনায়কের শেষ ম্যাচ স্মরণীয় করার বার্তা এসেছিল কোচের কাছ থেকে। ক্রোয়েশিয়ার তারকা ফুটবলার লুকা মদ্রিচের মতো ফুটবলারের শুভেচ্ছা পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯৪ গোলের মালিক সুনীল। এ বার এল যে রাজ্যের মাঠের সবুজ ঘাসে খেলে তিনি সুনীল ছেত্রী হয়েছেন, সেই বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা।

রবিতে তৃতীয়বারের জন্য শপথ প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: সব ঠিকঠাক চললে রবিবার, ৯ জুন প্রধানমন্ত্রী পদে তৃতীয় বার শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। এমনটাই বলছে সূত্র। এর আগে শোনা গিয়েছিল, শনিবার শপথ নিতে চলেছেন তিনি। তবে, সূত্র বলছে, রবিবার সন্ধ্যায় শপথ নিতে পারেন মোদি।

মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মোদি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই পদের দায়িত্ব সামলাতে মোদিকে অনুরোধ করেছেন মুর্মু।

এর আগে শোনা গিয়েছিল, আগামী রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে পারেন তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু। তার আগের দিন শপথ নেওয়ার কথা ছিল মোদির। এখন সূত্র বলছে, রবিবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন মোদি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১২ জুন চন্দ্রবাবু শপথ নিতে পারেন বলে খবর। বিজেপি সূত্রে খবর, মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল, ভুটানের রাজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংচুক। এনডিএ শরিকদের ভরসায় সরকার গড়তে হবে মোদিকে। এই পরিস্থিতিতে কোনও একটি শরিক দলও যদি বেঁকে বসে, তবে সমীকরণ বদলে যেতে পারে। অনেকের মতে, সেই কারণেই বেশি সময় নিতে চাইছেন না মোদি। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা করতে বুধবার

বৈঠকে বসেন মোদি। সকাল সাড়ে ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক শুরু হয়। সেটিই ছিল দ্বিতীয় মোদি সরকারের মন্ত্রী পরিষদের শেষ বৈঠক। সেখানেই শপথগ্রহণের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে বলে খবর ছিল। বৃহস্পতিবার যদিও শপথের দিন বদলের খবর প্রকাশ্যে এল।

মঙ্গলবার দেশের ৫৪৩টি আসনের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এনডিএ পেয়েছে ২৯২টি আসন। বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ পেয়েছে ২৩৩টি আসন। অন্যান্য দলের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ১৮টি। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মতো এ বার বিজেপি একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। কারণ, ৫৪৫ আসনের (দু’টি মনোনীত আসন-সহ) লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৭৩টি আসন। বিজেপি একক ভাবে জিতেছে ২৪০টি আসন। তাই সরকার গঠন করতে তাদের শরিক দলগুলির উপর নির্ভর করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বুধবারই এনডিএ-র শরিকদের নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন মোদি, অমিত শাহেরা। দিল্লিতেই বুধবার সন্ধ্যায় বৈঠক হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিকদেরও।

ভোট-হিংসা রুখতে হবে কেন্দ্র-রাজ্যকে: হাইকোর্ট

ইমেলে অভিযোগ নেবেন ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, হিংসা আটকাতে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে যৌথভাবে কাজ করতে হবে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে। পুলিশ কোনওভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীও হস্তক্ষেপ করতে পারবে বলে জানিয়েছে আদালত।

রাজ্য পুলিশের ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত অভিযোগ ইমেলের মাধ্যমে নিতে বলেছে হাইকোর্ট। অভিযোগগুলির গুরুত্ব বুঝে সংশ্লিষ্ট থানায় তা পাঠাবেন ডিজি। থানাকে তার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করতে হবে। প্রতি ঘটনায় আইন অনুযায়ী দ্রুত এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে বলেছে আদালত।

রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে গত ১ জুন। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভোট পরবর্তী হিংসায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করে একটি সংগঠন। ‘রাষ্ট্রবাদী আইনজীবী’ নামের ওই সংগঠনের বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটছে। তাতে প্রাণহানিও ঘটছে। কিন্তু পুলিশ

অভিযোগ নিচ্ছে না। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ এবং বিচারপতি অপূর্ব সিং রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।

আদালতের নির্দেশ, ভোটের পর বিভিন্ন হিংসার মামলায় জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে রাজ্য এবং কেন্দ্রকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। নাগরিকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য নতুন ইমেল আইডি তৈরি করবেন ডিজি। সেখানে এই সংক্রান্ত অভিযোগ তিনি গ্রহণ করবেন। অভিযোগগুলির গুরুত্ব বিচার করে পাঠিয়ে দেবেন থানায়।

মামলাকারী সংগঠনের আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত সওয়াল করেন, ‘নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি হচ্ছে। এর ফলে এখনও পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ কোনও অভিযোগই নিচ্ছে না।’ আদালতে এই অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে রাজ্য সরকার।

আদালতের নির্দেশ, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কোনও থানায় এফআইআর দায়ের হলে রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে। তদন্তের উপর নজর রাখবেন ডিজি স্বয়ং। মামলার আগামী শুনানিতে ডিজিকে ব্যক্তিগতভাবে হলফনামা দিয়ে আদালতে জানাতে হবে, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কতগুলি অভিযোগ জমা পড়েছে এবং তার মধ্যে কতগুলি ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছে।

নাইডু ও নীতীশের চাওয়া মন্ত্রকের দাবি পূরণে বৈঠক নাড্ডা-শাহ-রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেলেনি বিজেপির। এখন শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা দলের। স্বাভাবিকভাবেই সরকার গড়ার জন্য শরিক দলগুলির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে বিজেপিকে। আর এখানেই বেজায় বিপাকে পড়েছে গেরুয়া শিবির। সময় যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে দাবি। এনডিএ সরকার গড়ার অন্যতম দুই শরিক চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতীশ কুমার ইতিমধ্যে একাধিক মন্ত্রকের দাবি জানিয়েছে। পিছিয়ে নেই জেডি (এস)-এর চিরাগ পাসোয়ান এবং আরএলডি-র জয়ন্ত চৌধুরীও। স্বাভাবিকভাবেই শরিকদের মন রাখতে গিয়ে এবার মন্ত্রিসভায় বাংলার মুখ কমবে বলেই সূত্রের খবর। তবে শরিকদের মন রেখে মন্ত্রক বন্টনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, মন্ত্রক বন্টনের বিষয়ে শরিকদের মন রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে নাড্ডার বাসভবনে বৈঠকে বসে বিজেপির থিঙ্ক ট্যাংক, যেখানে ছিলেন রাজনাথ সিং এবং অমিত শাহ।

সূত্রের খবর, স্পিকার পদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ৮টি মন্ত্রকের দাবি জানিয়েছেন টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। যার মধ্যে রয়েছে, অর্থ, সড়ক ও পরিবহণ, প্রতিরক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়ন। আর জেডিইউ নেতা নীতিশ কুমারের দাবি রেল, জলশক্তি, সড়ক ও পরিবহণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। আবার চিরাগ পাসোয়ানের দাবি খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রক, জেডি (এস)-এর কুমারস্বামী চেয়েছেন কৃষি মন্ত্রক। আবার ৭টি আসন নিয়ে একনাথ শিন্ডের শিবসেনা চেয়েছে ৩টি পূর্ণমন্ত্রী ও ২টি রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ। সবমিলিয়ে, এখন শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা বিজেপির।

শরিকদের সমস্ত দাবি রাখা সম্ভব না হলেও তাদের মন রাখার তাগিদ রয়েছে বিজেপির। যার প্রভাব পড়তে পারে বাংলায়। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ১৯টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। এবার বাংলায় আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১২। কেবল বাংলা নয়, গো-বলয়ের প্রধান কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজস্থান, এমনকি মহারাষ্ট্রেও বিজেপি খারাপ ফল করেছে। যার ফলে ২৪০ আসনেই থেমে যেতে হয়েছে বিজেপিকে। তার প্রভাব যে বাংলাতেও পড়বে, তা বলা বাহুল্য।

রাজ্য জয়েন্টের ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশিত হল। পূর্বঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ সল্টলেকের রূপান্ন ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। মেধাতালিকায় প্রথম দশজনের নাম ঘোষণা করেন তিনি। তাতে সিবিএসই এবং পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একেবারে সমানে সমানে

লড়াই। মেধাতালিকার প্রথম দশে থাকা চারজন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের, চারজন সিবিএসই আর দুজন আইসিএসসি বোর্ডের পড়ুয়া। বোর্ড চেয়ারম্যান সকলের নাম, স্কুল ও সেইসঙ্গে বোর্ডের নামও ঘোষণা করেছেন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

লোকসভা ভোট মিটতেই এবার বাংলায় ১০ বিধানসভায় উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে তৃণমূল এবং বিজেপি বাংলার অনেকগুলি কেন্দ্রেই দলীয় বিধায়কদের প্রার্থী করেছিল। তাঁদের অনেকে লোকসভা ভোটে জিতেছেন, অনেকে হেরেওছেন। সেই তালিকা মেলালে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের ১০টি বিধানসভায় উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। তার মধ্যে যেমন রয়েছে লোকসভায় জয়ীদের বিধানসভা, তেমনই রয়েছে লোকসভায় পরাজিত হওয়া বিধায়কদের বিধানসভাও।

কোচবিহার লোকসভায় তৃণমূলের হয়ে জিতেছেন জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া। তিনি হারিয়েছেন অমিত শাহের ‘ডেপুটি’ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। জগদীশ সিতাইয়ের বিধায়ক। সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে তাঁকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। ফলে সিতাই বিধানসভায় উপনির্বাচন হবে। তেমনই এই তালিকায় রয়েছে মাদারিহাট। আলিপুরদুয়ারের এই বিধানসভার বিধায়ক বিজেপির মনোজ টিগ্গা। তিনি লোকসভায় জিতেছেন। ফলে মাদারিহাটেও উপনির্বাচন হবে। ব্যারাকপুর লোকসভায় তৃণমূলের হয়ে জয়ী রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিককেও নৈহাটি বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। ফলে সেখানেও উপনির্বাচন হবে। একই ভাবে বাঁকুড়ার তালড্যাংড়া, মেদিনীপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ছ’মাসের মধ্যে। তালড্যাংড়ার বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী। তিনি লোকসভায় বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন। পরাস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকারকে। মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়াও মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছেন। আবার হাড়োয়ার বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম জিতেছেন বসিরহাটে। ফলে হাড়োয়াতেও উপনির্বাচন হবে। প্রসঙ্গত, নুকুল ২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত বসিরহাটেরই সাংসদ ছিলেন।

উপনির্বাচন হবে লোকসভায় পরাজিত তিন বিধায়কের বিধানসভা কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্রগুলি হল বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ এবং রায়গঞ্জ। এই তিনটি বিধানসভাতেই ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে জিতেছিল বিজেপি। সেই বিজেপি বিধায়কেরাই তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁদের এই লোকসভা ভোটে প্রার্থী করেছিল জোড়াফুল শিবির। যে হেতু তাঁরা দলবদল করে লোকসভায় প্রার্থী হয়েছেন, তাই তাঁদের আগেই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। ফলে কৃষ্ণ কল্যাণীর রায়গঞ্জ, বিশ্বজিৎ দাসের বাগদা এবং মুকুটমণি অধিকারীর রানাঘাট দক্ষিণে উপনির্বাচন হবে। এখন দেখার, ওই উপনির্বাচনে আবার তাঁদেরই তৃণমূল টিকিট দেয় কি না। টিকিট দিলে এবং উপনির্বাচনে জিতলে তাঁরা আবার নিজ নিজ কেন্দ্রেই বিধায়ক হতে পারবেন। শুধু বিজেপির বদলে তৃণমূলের টিকিটে।

উল্লিখিত ন’টি বিধানসভার সঙ্গে যুক্ত হবে কলকাতার মানিকতলা। সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পরে মানিকতলা বিধায়কহীন হয়ে রয়েছে। বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবের করা মামলার জন্য উপনির্বাচন আটকে ছিল। কল্যাণের অভিযোগ ছিল, ২০২১ সালের ভোটগণনায় কারচুপি হয়েছিল। কল্যাণের সেই মামলা সম্প্রতি আদালত খারিজ করে দিয়েছে। ফলে মানিকতলায় ভোট হতে আর কোনও আইনি জটিলতা নেই।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবার। নির্বাচনের ফলে সাফল্যের পর প্রথমবার পুজো দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা নিজের বিধানসভা এলাকা ভবানীপুরের শীতলা মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূপ-দীপ-মিষ্টি সহকারে আরতি করেন। পুজো দেওয়ার পর পুরোহিতদের সঙ্গে কথাও বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-অদিতি সাহা

দিল্লিতে অখিলেশ ও আপ শীর্ষ নেতাদের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র নেতা অখিলেশ সিং যাদবের বাড়িতে গিয়ে বৈঠকের পরেই ফের বৈঠকে বসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার আম আদমি পার্টির সঙ্গে। বৃহস্পতিবার বেলার দিকে দিল্লিতে অভিষেকের বাড়িতে যান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের দুই শীর্ষনেতা সঞ্জয় সিং এবং রাঘব চাড্ডা। তিন নেতা বৈঠক করেন। তবে দু’টি বৈঠক প্রসঙ্গে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এগুলি ‘সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ’। তবে ভোটের পর বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র শরিক দলগুলির মধ্যে সমান্তরাল কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে একাংশের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে, দিনভর দিল্লিতে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে একক বৈঠক সেরে সন্ধেবেলা মুম্বই উড়ে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধের বিমানে তিনি মুম্বই যান। সূত্রের খবর, সেখানে শিবসেনা-উদ্ধব শিবিরের প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা। থাকতে পারেন বিরোধী শিবিরের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা শরদ পাওয়ারও। বিরোধী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এনিয়ে উদ্ধব, পাওয়ারের সঙ্গে অভিষেকের পৃথক বৈঠক নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ

শেষে মুম্বই সফরে অভিষেক, তুঙ্গে জল্পনা

হতে চলেছে। বুধবার রাতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সব শরিক দলের নেতারা। তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎই দিল্লিতে অখিলেশের বাড়ি পৌঁছে যান অভিষেক। বাড়ির প্রবেশদ্বারের বাইরে বেরিয়ে অভিষেককে স্বাগত জানান মুলায়ম-পুত্র। কাঁধে হাত রেখে নিয়ে যান বাড়ির ভিতরে। তার পর দুই নেতার মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বৈঠক হয়। তবে বৈঠকের নির্যাস নিয়ে দু’পক্ষই কিছু জানাননি। অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনও। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের পরে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’কে সবচেয়ে বেশি আসন এনে দিয়েছে অখিলেশের দল সমাজবাদী পার্টি। লোকসভায় উত্তরপ্রদেশে ৩৭টি আসন জিতেছে তারা। তার পরেই রয়েছে ২৯টি আসন পাওয়া তৃণমূল। এমনিতেই বিরোধী দলগুলির মধ্যে এসপি এবং আপের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া বেশ ভাল। সেই সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই এবার উত্তরপ্রদেশের ভদোহী কেন্দ্রটি তৃণমূলের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন অখিলেশ। যদিও সেই আসনে জেতে বিজেপি। অন্য দিকে, এ বারের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ে একটি আসনও পায়নি আপ। তবে পঞ্জাবে তারা তিনটি আসনে জয় পেয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১৭ নং এফিডেভিট বলে Alay Samanta S/o. Kanailal Samanta ও Aloy Kr. Samanta S/o. K Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া , কোর্টে A/60 নং এফিডেভিট বলে আমি Pinki Halder D/o. Rajesh Halder নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mahira Khatun W/o. Amour Faruck Laskar নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮৩১ নং এফিডেভিট বলে Sobhan Pal S/o. Late Kamakshya Charan Pal ও Sobhan Paul S/o. K. C. Paul সাং ৫৯/১ পোদ্দার বাগান লেন, ভদ্রেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫০৪ নং এফিডেভিট বলে Manasa Malik S/o. Anil Malik ও Mansa Malick S/o. A. Malick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৪১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Pravati Biswas Madhu (old name) W/o. Amal Biswas R/o. Champakdanga, Vitasin, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Provati Biswas (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Pravati Biswas Madhu & Provati Biswas W/o. Amal Biswas সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Prasanta Singh Gurung** S/o Padam Bahadur Gurung, residing at Vill- E.F.R Third Battalion Salua P.O.- Salua, P.S. : Kharagpur (L), Dist.- Paschim Medinipur-721145, W.B. shall henceforth be known as **PRASANT GURUNG** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Kharagpur vide affidavit No.– 2377/08, dated 03/06/2024. **PRASANTA SINGH GURUNG** and **PRASANT GURUNG** both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ শুক্র বার, ৭ ই জুন। ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ । প্রতিপদ তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গলরর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ-বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে

(আজ কালাজ্বর ওষুধ আবিষ্কারক স্যর উপেন ব্রহ্মচারীর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

নির্বাচনে জয়ের পর শহর ছেয়ে গেল নয়া পোস্টারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে ২৯টি আসনে জিতেছে তৃণমূল। আর এই ভোটযুদ্ধের সেনাপতি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই 'সার্টিফিকেট' ইতিমধ্যেই দিয়েছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে মমতা আস্থা রেখেছেন অভিষেকের দূরদর্শিতা আর বিচক্ষণতার ওপর। ফলও পেয়েছেন তিনি। এই সাফল্যের পরই শহর ছেয়ে গেল নতুন পোস্টারে।

কলকাতা শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে একই রকমের বেশ কিছু পোস্টার। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির ওপর লেখা, 'গেম চেঞ্জার, দাদা'। শিক্ষক-অধ্যাপকদের নাম দেখা যাচ্ছে সেখানে। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক ও শিক্ষক সংগঠনের নেতা মণিশঙ্কর মণ্ডলের নামও দেখা যাচ্ছে সেই পোস্টারে। এই পোস্টারেও মান্যতা পাচ্ছে অভিষেকের নেতৃত্ব।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের পর কলকাতায় অভিষেকের ছবি দিয়ে পোস্টার পড়েছিল, যাতে লেখা ছিল 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'। এরপর ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন অভিষেক। ২০২৩ সালে সাগরদিঘিতে উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থীর জয়ের পর 'সাগরদিঘি মডেল' নিয়ে যখন রাজ্যে বিরোধীরা মাতামাতি করছিলেন, তার মধ্যে ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নামেন অভিষেক। সেখানেও সাফল্য পান। এমনকী সেই সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস তাঁর হাত ধরেই যোগ দেন তৃণমূলে।

লোকসভা নির্বাচনে যে সাফল্য এসেছে, তাতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন ২০২৪-এর নির্বাচনেও মমতাকে দেখেই ভোট হয়েছে। তবে 'সেনাপতি' হিসেবে অভিষেককে তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেননি মমতা। বিভিন্ন জায়গায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যেও যেভাবে মমতার মুখ, মমতার বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অভিষেক, তাতে দলের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে আরও। ফল প্রকাশের পর যেভাবে অভিষেককে কাছে টেনে, তাঁর কাঁধে হাত রেখেছেন, তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, আগামীদিনে অভিষেকের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে কাজে লাগাতে চায় তৃণমূল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও যে অভিষেকের বড় ভূমিকা থাকবে, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। শুধু রাজ্যে নয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের বৈঠকেও প্রতিনিধি হিসেবে অভিষেককেই পাঠিয়েছেন মমতা।

পুলকারের গতিবিধিতে নজর, এল বিশেষ সফটওয়্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলকার এবং স্কুল বাসের গতিবিধির ওপর নজরদারির জন্য তৈরি বিশেষ সফটওয়্যারটিকে সরকারিভাবে ব্যবহার করতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রনিক এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দফতরের অধীনস্ত সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্স কম্পিউটিং বা সি - ডাক বিদ্যা বাহন নামে ওই সফটওয়্যার তৈরি করেছে। গত বছর কেরালা সরকার সরকারিভাবে রাজ্যে ওই সফটওয়্যারটি ব্যবহার শুরু করেছে। যার মাধ্যমে অভিভাবকেরা বিনামূল্যে ছেলেমেয়েদের স্কুল গাড়ির গতি বিধির উপর নজর রাখতে পারছেন। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই রাজ্যের পরিবহন দফতর ওই সফটওয়্যার এর নির্মাতা সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে রাজ্যে সরকারিভাবে ওই সফটওয়্যার ব্যবহারের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষ, পুল কার সংগঠন, অভিভাবক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করতে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। তারপরে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পরিবহন দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগন, হাওড়া ও হুগলির একাংশ মিলিয়ে রাজ্যে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নথিভুক্ত পুলকার রয়েছে। প্রায় সব গাড়িতেই ইতিমধ্যে ভি এল টিডি বা অবস্থান নির্ণায়ক যন্ত্র লাগানো হয়েছে। এবার এই নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে এই সমস্ত গাড়িগুলির উপর নজরদারি চালানো যাবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট অ্যাপ ব্যবহার করে পড়ুয়াদের অভিভাবকেরাও স্কুল গাড়ির অবস্থান জানতে পারবেন। ফলে নিজেদের সন্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁরা আরো নিশ্চিন্ত হবেন।

আকাশ ইনস্টিটিউটের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের দুটি ছাত্রের অসাধারণ সাফল্যের কথা ঘোষণা করল আকাশ ইনস্টিটিউট। যারা মর্যাদাপূর্ণ নিট ইউ জি ২০২৪ পরীক্ষায় এআইআর ১ অর্জন করেন। এই অভূতপূর্ব ফল তাঁদের শ্রম, প্রতিশ্রুতি এবং আকাশের সর্বোচ্চ মানের কোচিংকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আকাশ ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল সেন্ট্রাল কলকাতা সেন্টারের অর্ঘ্যদীপ দত্ত এবং শিলিগুড়ি সেন্টারের সক্ষম আগারওয়াল, যারা মোট ৭২০ তে ৭২০ নম্বর অর্জন করেন।

বিস্ফোরক দেবাংশু ভট্টাচার্য, কপালে ভাঁজ পড়ল শাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রথম ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। তবে তাঁর এই ভোটে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিস্ফোরক কিছু অভিযোগ করতে সোনা গেল তাঁকে। দেবাংশু জানান, 'অভিজ্ঞতা আমার ভাল হয়েছে। অনেকে আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু আমি ভোটে লড়তে গিয়ে দেখলাম, ওই জেলায় আমার দলের অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছেন। ভোটের প্রভাব সে কারণে তো পড়বেই। এটা তো নিশ্চিত ছিল। যাঁরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে তাঁদের চিহ্নিত করতে পেরেছি। আমি আমার দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি।'

এরই রেশ ধরে দেবাংশু এও জানান, 'এভাবে চলতে পারে না। দুই নৌকায় পা দিয়ে চলব আবার দলের বিভিন্ন পদ সামলাব সেটা হয় না। ভোট লড়তে গিয়ে আমাকে অনেক এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সব বিষয়টি আমি দলকে জানিয়েছি।'

প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা ভোটেও দেবাংশুর টিকিট পাওয়া নিয়ে বিস্তর জল্পনা হয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। কিন্তু, এবার পান। লোকসভা ভোটে দাঁড়ান তমলুক থেকে। অন্যদিকে এই তমলুক থেকেই আবার বিজেপির টিকিটে ময়দানে নামেন হেভিওয়েট প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে জয়ের হাসি হাসেন অভিজিৎই। প্রায় ৭৭ হাজার ভোটে গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে হেরে যান দেবাংশু। এবার সেই পরাজয়ের ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করতে নড়চড়ে বসেছে বঙ্গ রাজনীতি। কপাল ভাঁজ শাসকদলেও।

অবৈধ কয়লা পাচার, ধরপাকড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: নির্বাচন পর্ব শেষ হতে না হতেই অবৈধভাবে কয়লা পাচার মাথা চাড়া দিতে শুরু করলেও তা বন্ধ করাতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল ইসিএল এর দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশ প্রশাসন। তাহলে কি কয়লা মাফিয়ারা ভোট পর্বের অপেক্ষায় ছিল? কিন্তু এই অবৈধ কয়লা কারবার রুখে দেওয়ার জন্য ব্যাপক ধরপাকড় চালাচ্ছে ইসিএল এর দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশ প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এমন বিষয় লক্ষ্য করা গেছে কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চল এর বিভিন্ন অংশে। ভোট পর্ব শেষ হতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় চলেছে দিকে দিকে অভিযান। তাই বৃহস্পতিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাণ্ডবেশ্বরের ডালুরবাঁধ কোলিয়ারি এলাকায় অতর্কিত ভাবে হানা দিয়ে উদ্ধার করা হলো প্রায় ২৫ টন অবৈধ কয়লা। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেই নজরদারি রেখে ইসিএলের পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার সিআইএসএফ একযোগে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে এই বিপুল পরিমাণ কয়লা। উল্লেখ্য যেখানে এই কয়লা মজুদ করা হয়েছিল তা কয়লা খনির আশেপাশে এলাকা হওয়ার কারণে পুলিশ প্রশাসনকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাপক বেগ পেতে হয় যদিও ইসিএল এর নিরাপত্তা রক্ষী এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে অভিযান করায় সফল হয় কয়লা পাচার রুখে দেওয়ার এই অভিযান।

সুন্দরবনে বৃদ্ধি পেল কুমিরের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনে বেড়েছে নোনাজলের কুমিরের সংখ্যা। বন দফতরের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমানে সুন্দরবনে কমপক্ষে ২০৪ টি কুমিরের অস্তিত্ব সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায় জানিয়েছেন, গত জানুয়ারি মাসে করা ওই সমীক্ষায় ১৬৮ টি কুমিরকে সশরীরে দেখা গেছে। বাকি যে কয়েকটি কুমিরের অস্তিত্ব অনুমান করা গেছে তাতে মনে করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আওতায় থাকা সুন্দরবন বদ্বীপ এলাকায় ২০৪ থেকে ২৩৪ টি নোনা জলের কুমির রয়েছে। ১২ বছর আগে করা শেষ সমীক্ষায় সুন্দরবনে ৯৯ টি কুমিরের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। ভারতীয় ভূখণ্ডের সুন্দরবনে কতগুলি কুমির রয়েছে, সেই সংখ্যা নির্ধারণে উদ্যোগী হয়েছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। ১২ বছর পরে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সেই গণনা শুরু হয়। সুমারিতে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ১২ টি দল কুমির গণনার কাজ করেছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা এবং ২৪ পরগনা বনবিভাগ এলাকায় কুমিরের খোঁজে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন শতাধিক বনকর্মী ও কুমির বিশেষজ্ঞ। গণনা থেকে এ বারও ছোট কুমিরদের বাদ রাখা হয়েছে।

একদা জ্যোতি বসুর বাল্য আবাসস্থল, স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ফুটনানি চেম্বার্স আজ ধ্বংসের মুখে

সত্যব্রত কবিরাজ

প্রাসাদ নগরী কলকাতার বুক থেকে আরও একটি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ফুটনানি চেম্বার্স আজ ধ্বংসের মুখে। শতবর্ষ পুরনো ফুটনানি চেম্বারের তলা দিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর টানেল কাটার কাজ শুরু করতে এক সমীক্ষা করা হয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা তিনতলা ভবনটির দোতলার পর আর উঠতে পারেননি। একশো একর জমির ওপর নির্মিত ভবনটি। দেড়শোর বেশি দখলদার রয়েছে।

ইংরেজ পরিচালিত কলকাতা পুর সংস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অধিগ্রহণ করে। সিএমসি হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে লিজ দেয়। যা পরবর্তীতে এলআইসির সঙ্গে সংযুক্ত হয় ১৯১০ সালে। এলআইসি পরে সাব লিজ দেয় মুরলিমাল সান্তরাম অ্যান্ড কোং কে যার মালিক ফুটনানিরা। তাদের নামেই ফুটনানি চেম্বার নামে পরিচিত হয়ে যায় ভবনটি। ফুটনানিরা একশো কুড়ি জনকে ভাড়া দেয়। জ্যোতি বসুর

পিতা নিশিকান্ত বসু এবং হেমলতা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে এখানে থেকেছেন। তিন বছর ছিলেন ১৯১৭ থেকে। জ্যোতি বসু এখান থেকেই ধর্মতলা লরেটো স্কুলে পড়তে যেতেন। কেএমসি আধিকারিকরা কয়েক মাস আগে সার্ভে করতে গিয়ে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ৫ মেট্রো টানেল যাওয়ার জন্য ন'টি গেটের কোনওটি দিয়েই ওপরে উঠতে পারেননি। কারণ প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই সিলিং থেকে চাঙড় খসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য টানেল নির্মাণের ১৬ কিমি পথে এমন ৮৬টি ভবনের মধ্যে ফুটনানি ভবনও রয়েছে। ভবনটির ৯টি গেট দিয়ে প্রবেশের সুযোগ থাকলেও প্রতিটি প্রবেশ পথের ওপরে সিলিংগুলি থেকে যে কোনও সময় সিমেন্টের চাঙড় খসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার এবং পাতাল রেলের ইঞ্জিনিয়াররা একযোগে ভবনটির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য উদ্যোগ নিলেও দোতলার ওপরে আর উঠতে সাহস দেখাননি। কারণ যে কোনও সময় চাঙড় খসে পড়ে যে কেউ জখম হতে পারেন এই আশঙ্কায়। ভবনটির যে কোনও অংশ যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে ইঞ্জিনিয়াররা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অথচ এমন একটি স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা দিয়ে সজ্জিত ইমারতকে রক্ষা করার কথা ভাবা হচ্ছে না, এটাই কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ জুন ২০২৪ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ শুক্রবার

জয় এলেও শাসকদলকে চিন্তায় রাখল শহরাঞ্চলের ভোটাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির দখলে দুটি বিধানসভা। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসার পর অন্তত এমনটাই বোঝা যাচ্ছে। ৭ টি বিধানসভার মধ্য দুটি বিধানসভা বিজেপির দখলে। ৫ টিতে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুর দুটো বিধানসভা বিজেপির দখলে।

নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, খুব কম ব্যবধানে হলেও বিজেপির দখলে গেছে দুটো আসন। জোড়াসাঁকো আসনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৪১ হাজার ৮৯৩ টি ভোট। বিজেপি পেয়েছে ৪৯ হাজার ২৯৪ টি ভোট। আবার শ্যামপুকুর আসনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৪৮ হাজার ৬৩ টি ভোট, বিজেপি পেয়েছে ৪৯ হাজার ৬৬২ টি ভোট।

উত্তরবঙ্গের গুটিকয়েক আসন বাদ দিলে দক্ষিণে কার্যত নিরঙ্কুশ জয় ঘরে তুলেছে তৃণমূল। নির্বাচনে বিপুল সাফল্য এলেও শহরাঞ্চলের ভোটাররা শাসকদল তৃণমূলকে চিন্তায় রাখল। পুরসভার ফলে পাহাড় থেকে সমতল-সর্বত্রই এক ছবি। নিজেদের দখলে থাকা পুরসভায় পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান থেকে শুরু করে ধরাশায়ী হয়েছেন হেভিওয়েটরাও।

পর্যালোচনায় উঠে আসছে, খারাপ পরিষেবা থেকে শুরু করে দুর্নীতি এমনকী, তোলাবাজির অভিযোগও। দলের নেতৃত্ব অবশ্য মানছেন, খামতি কোথাও একটা রয়েছে। আপাতত সেই খামতি পূরণই তাদের প্রধান কাজ। উত্তর এবং দক্ষিণ- কলকাতার দু'টি আসনের পাশাপাশি বড় ব্যবধানে জয় এসেছে যাদবপুর কেন্দ্রেও। তার মধ্যেও শাসক দলকে চিন্তায় রাখছে ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফল। সেখানে বেশ কিছু আসনেই পিছিয়ে রয়েছেন শাসক দলের কাউন্সিলাররা। এদের কেউ কেউ বিধায়ক বা মন্ত্রীও। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে১৩২ টিতেই এগিয়ে ছিলেন ঘাসফুলের প্রার্থীরা। তথ্য অনুযায়ী, এবারে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৯টি ওয়ার্ডে পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। এরমধ্যে ৪৫ জনই শাসক দলের কাউন্সিলার। রয়েছেন ৫ জন মেয়র পারিষদ সদস্যও। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও তৃণমূল ৫১টি ওয়ার্ডে বিজেপির তুলনায় কম ভোট পেয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট আলাদা। পুর ভোটে এই ফল থাকবে না। তবে কেন এমন হল তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।' দক্ষিণ কলকাতার ৮৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে এবারে ২১টিতে পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে এরমধ্যে ৮১টি ওয়ার্ড দখলে রেখেছিল তারা। তবে স্বস্তির খবর একটাই, এখানে সবকটি বিধানসভাতেই শাসক দল এগিয়ে রয়েছে। কলকাতা উত্তরের ৬০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডে জোড়াফুল শিবির পিছিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শ্যামপুকুর এবং জোড়াসাঁকো বিধানসভাতেও এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত, পরিষেবা একটা বড় কারণ। পানীয় জলের পাশাপাশি জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে ওয়ার্ডে। এলাকায় জল জমার অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক কাউন্সিলার। এর পাশাপাশি শহর কলকাতায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, দুর্নীতি। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা থেকে রেশন, দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের পাশাপাশি বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার শহুরে ভোটারদের তৃণমূল-বিমুখ করেছে।

কলকাতার পাশাপাশি শহরতলিতেও খারাপ ফল চিন্তায় রেখেছে শাসক দলকে। বারাসত লোকসভার চারটি পুরসভাতেই তৃণমূলের ফল শোচনীয়। বারাসত পুরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে শাসক দল এগিয়ে মাত্র ৬টি ওয়ার্ডে। অশোকনগর পুরসভাতেও ২৩ টির মধ্যে মাত্র ৬টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কেন্দ্র হাবড়া পুরসভায় সবকটি কেন্দ্রেই পিছিয়ে তৃণমূল। একমাত্র মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮টিতে বিজেপির থেকে এগিয়ে রয়েছে জোড়াফুল।

বনগাঁ পুরসভায় ২২টির সবকটিতেই ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এখানকার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যও রেশন দুর্নীতিতে জেল বন্দি। এখানে এটাই ভরাডুবির মূল কারণ বলে ধারণা শাসক দলের নেতাদের। গোবরডাঙ্গা পুরসভার ১৭ টির মধ্যে ১৫ টিতেই পিছিয়ে তৃণমূল। দুর্নীতির পাশাপাশি পুর পরিষেবাও এর পিছনে বড় কারণ বলে মনে করছে শাসক দল। পূর্ব বর্ধমান কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী শর্মিলা সরকার জয়ী হলেও সেখানে কাঁটা হয়ে রয়েছে এই কেন্দ্রের তিনটি পুর এলাকার ফল।

কাটোয়া, কালনা এবং দাঁইহাট তিনটি পুর এলাকাতেই পিছিয়ে থেকেছেন শর্মিলা। এক্ষেত্রে সংগঠনিক দুর্বলতার মতো বিষয়ের সঙ্গে উঠে এসেছে পুর পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের অসন্তোষ। এরই পাশাপাশি জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম হোক বা উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র। সর্বত্র ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এখানে পিছিয়ে পড়ার কারণ, পরিষেবা নিয়ে বাসিন্দাদের অসন্তোষ বলেও মত বাসিন্দাদের।

সুজন-সেলিম ছাড়া জামানত জব্দ সব বাম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে ডাহা ফেল বাম প্রার্থীরা। নতুন প্রজন্মকে সামনে আনলেও ন্যূনতম যে ভোট পাওয়া দরকার জামানত বাঁচানো জন্য সেটাই তাঁরা করে দেখাতে পারলেন না। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে এবার ২৮টি আসনে জামানাত জব্দ হয়েছে বামেদের। মাত্র ২টি আসনে জামানত বাঁচিয়ে মুখ রক্ষা করতে পেরেছেন বামেরা। যার মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদ আর দমদম লোকসভা কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ লোকসভায় প্রার্থী ছিলেন মহম্মদ সেলিম এবং দমদম লোকসভায় সুজন চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রেই প্রার্থী হতে গেলে প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জামানত রাখতে হয়। সেই অঙ্কটা প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলাদা হয়। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ২৫ হাজার টাকা ও এসসি-এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে দিতে হয়। সেই টাকা ফেরত পেতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট পেতে হয়। শতাংশের বিচারে তা ১৬.৬৬ শতাংশ। সিপিএমের ক্ষেত্রে ২ জন বাদ দিয়ে কোনও প্রার্থীই তা পাননি।

তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে পুরনো স্ট্র্যাটেজি ভেঙে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে এক গুচ্ছ তরুণ মুখ সামনে এনেছিল বামেরা। এবারের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৩০টা আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তারা। সৃজন, দীপ্সিতা, সায়নদের নিয়ে প্রচারেও উচ্ছ্বাস কম দেখা যায়নি। মানুষের সাড়াও মিলেছিল ব্যাপক, অন্তত তেমনটাই দাবি করেছিলেন বাম নেতৃত্ব। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে তার প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না বামেরা। শূন্যতে থেমে থাকতে হল। সিপিএম নেতৃত্বের অবশ্য বক্তব্য, বড় যে কোনও ভোট অর্থাৎ লোকসভা হোক কিংবা বিধানসভা, ভোটে মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে কারণ তারা ভাল ফল করতে পারছে না। সেখানে স্থানীয় ভোটে তারা ভালো ফল করতে পারছে। মানে ওয়ার্ড ভিত্তিক বা এরিয়া ভিত্তিক। মেরুকরণ না ভাঙতে পারলে হাল ফিরবে না বামেদের। এমনটাই মনে করছে বাম নেতৃত্ব সহ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সংসদীয় কমিটির বৈঠক, বাংলার জয়ী প্রার্থীদের ডাক দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদীয় কমিটির বৈঠকের ডাক দিল পদ্ম-শিবির। এই বৈঠকে বসতে চলেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার জয়ী প্রার্থীদেরও বৈঠকে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে তাঁদের দিল্লিতে পৌঁছতে বলা হয়। শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। লোকসভা নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের পাশাপাশি দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লির উদ্দেশ্য রওনা দেন তমলুকের জয়ী বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত আলোচনা হবে আগামীতে দলের লক্ষ্য নিয়ে। নব নির্বাচিত সাংসদরা কীভাবে কাজ করবেন, দল কীভাবে এগোবে তাঁর এজেন্ডাও ঠিক হবে এই বৈঠকে। নেতারা কীভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় জনসংযোগ করবেন তার একটি রূপরেখা বেধে দেওয়া হতে পারে। তবে এই মিটিংয়ে ভোটের ফলাফল নিয়ে কোনও রকম পর্যালোচনা হবে না বলেও জানা গিয়েছে।

বৈঠক প্রসঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আগামী ৭ তারিখ দিল্লিতে সকলে মিলে বসব। সেখানে রাজ্যসভা ও লোকসভার নব নির্বাচিত সাংসদদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিধানসভার নেতাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। আমাদের এখান থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও যাওয়ার কথা রয়েছে।'

পানিহাটিতে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটিতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমপল্লীর বন্ধ কটন মিল সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। যদিও মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে কয়েকজন পথচারীর নজরে আসে ঘটনাটি। পুকুরে দেহ ভাসতে দেখেন তাঁরা। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। স্থানীয়দের দাবি, মৃতের বয়স ৩০-৩২ বছরের কাছাকাছি হবে। পুকুরে ডুবে মৃত্যু নাকি মেরে পুকুরে ফেলা হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। অপরদিকে এদিন কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালের ভেতরের পুকুর থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা মৃতদেহটিকে ভাসতে দেখে কামারহাটি থানায় খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তবে মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।

নিরপেক্ষতায় প্রশ্ন, জনস্বার্থ মামলা গেল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বিচার্য বিষয় বদলের আবেদনে এই মুহূর্তে কোনও হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা ফেরত পাঠানো হল প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী ১০ জুন থেকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মামলা শোনার কথা বিচারপতি অমৃতা সিনহার। প্রধান বিচারপতির সেই প্রশাসনিক নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হয় মামলা।

কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্ধারিত 'রস্টার' মোতাবেক গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং অতি সক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানির দায়িত্ব গিয়েছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। কিন্তু, নজিরবিহীনভাবে তাঁর এজলাসে এই সংক্রান্ত কোনও মামলা যাওয়ার আগেই বিচারপতির নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার গরমের ছুটির অবকাশকালীন বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বিচার্য বিষয় বদলের আবেদন সংক্রান্ত এই জনস্বার্থ মামলাটির প্রেক্ষিতে কোনও হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা ফেরত পাঠানো হয় প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। আগামী ১০ জুন ফের শুরু হবে আদালত। এরপরেই প্রধান বিচারপতির দেওয়া রস্টার মোতাবেক মামলা শুনবেন অন্যান্য বিচারপতিরা। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এতদিন পুরসভা এবং পঞ্চায়েত সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা শুনতেন। পরিবর্তিত রস্টার অনুযায়ী তিনি ১০ তারিখ থেকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং অতি সক্রিয়তার মামলা শুনবেন।

দুটি নতুন রেককে চার্জ করার অনুমোদন ইআইজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা: মেট্রো পরিষেবায় যুক্ত হতে চলেছে এমআর-৫১৩ এবং এমআর-৫১৪ এই দুটি রেক। এরপর বৃহস্পতিবার ভারত সরকারের বৈদ্যুতিক পরিদর্শক (ইআইজি) এই দুটি রেকের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষার জন্য ভারত সরকারের বৈদ্যুতিক পরিদর্শক তাদের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরীক্ষা করার জন্য তিন-ফেজ বৈদ্যুতিক প্রপালশন সিস্টেমের সঙ্গে লাগানো দুটি নতুন রেকের বিশদ পরিদর্শন করে। রুটিন পরীক্ষা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে, ইআইজি এদিন ৭৫০ ভোল্টের ডিসি বৈদ্যুতিক সরবরাহের সঙ্গে এই ৮-কোচের

রেকগুলিকে চার্জ করার অনুমোদন দিয়েছে বলে কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর। ইআইজি-এর এই অনুমোদন কলকাতার মেট্রো পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলেই মনে করছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

প্রকাশিত হল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল। প্রথম ১০ এর মেধাতালিকায় একেবারে ৪ জনই পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের। এমনকি শীর্ষ দুটি স্থানও পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের জেলার ছাত্র। সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা সফল হতে পারেননি, তাঁদেরও ভেঙে না পড়ে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ এপ্রিল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল। এবছর মোট ৩২৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয় এবং ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৯৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ৯৯ হাজার ৫৭৪ জন ছাত্র এবং ৪৩ হাজার ১২০ জন ছাত্রী ছিলেন। এবারে আন্দামান থেকে ১২, দমনের ৬, জম্মুর ৩৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। এছাড়া মিজোরাম থেকে বহু ছাত্রীছাত্র যোগ দিয়েছিলেন। পরীক্ষা হওয়ার ৩৮ দিনের মাথাতে প্রকাশিত হল ফলাফল। উল্লেখ্য, এই বছর জয়েন্টে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৯২। তাঁদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৭৯ হাজার ২৫ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩৪ হাজার ৪৬৭। জয়েন্টে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯৬৩। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৭৮ হাজার ৬২১ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩৪ হাজার ৩৪২।

প্রথম হয়েছেন বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র কিংশুক পাত্র, দ্বিতীয় হয়েছেন কল্যাণীর শুভ্রদীপ পাল এবং তৃতীয় হয়েছেন নদিয়ার বিবস্বান বিশ্বাস। বুধবার ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। কৃষ্ণনগরের ছাত্র বিবাস্বন অবশ্য আইএসসি বোর্ডের ছাত্র। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে ইরাদ্রি বসু খাণ্ডু ও ময়ূখ চৌধুরী। শিলিগুড়ির ছাত্র ইরাদ্রি ও কলকাতার সাউথ পয়েন্টের ছাত্র ময়ূখ সিবিএসই বোর্ডের ছাত্র। ষষ্ঠ হয়েছেন, আইএসসি বোর্ডের ছাত্র হুগলির ত্রিবেণীর বাসিন্দা ঋতম বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার সপ্তম ও নবম স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের ছাত্র। আলিপুরদুয়ারের ছাত্র অভীক দাস সপ্তম এবং কলকাতা বরাহনগরের বাসিন্দা সৌনক কর দশম হয়েছেন। আর অষ্টম ও দশম স্থান পেয়েছেন সিবিএসই-র ছাত্র অথবা সিঙ্ঘানিয়া ও বিজিত মোইশ। কলকাতা কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা অথর্বা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের বাসিন্দা বিজিত। ফল প্রকাশ হলেও এখনও পর্যন্ত কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা হয়নি। এবারে ৩ পর্যায়ে কাউন্সিলিং হবে। জেলাগুলির মধ্যে সাফল্যের নিরিখে এগিয়ে কালিম্পং। সেখানে ১০০ শতাংশ সাফল্যের হার।

উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, অস্বস্তি কাটছে না দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বেলা বাড়তেই গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রপাত, দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হয়। হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয় ঠিকই, কিন্তু গরম এতটুকু কমে না। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বর্ষার প্রবেশের পরে তা এখনও ইসলামপুরেই আটকে রয়েছে। আপাতত তার অগ্রসর হওয়ার কোনও পূর্বাভাস নেই। অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হওয়ার খবর নেই হাওয়া অফিস থেকে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ আগামী সাত দিন বৃষ্টিপাত হবে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহ থেকে সবকটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সবকটি জেলাতেই ঘন্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতেও। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে। সোমবার আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুবে ভারী বৃষ্টির সমভাবণা ।

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সুবিধা দেখে প্রশাসন চালানো ঠিক নয়

গত বিধানসভা ভোটে শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার গ্রামবাসীর মৃত্যুর তদন্ত এখনও বিশ বাঁও জলে। রাজ্য পুলিশের অভিযোগ, চার গ্রামবাসীর মৃত্যুর তদন্তে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেনি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তদন্তকারীদের দাবি, ওই ঘটনায় একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের জানিয়েছিলেন, গোলমালের সময় শূন্যে গুলি চালিয়েছিলেন জওয়ানেরা। পরে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ফের ঘটনাস্থলে এলে গোলমাল ব্যাপক আকার ধারণ করে। ওই সময়ই বুথ লক্ষ্য করে ওই জওয়ানেরা গুলি চালান বলে তদন্তে জানতে পারেন তদন্তকারীরা। এমনকি ফরেন্সিক তদন্তেও বুথ লক্ষ্য করে গুলি চালানোর প্রমাণ মিলেছিল বলে সূত্রের দাবি। তিন বছরেও তার কিনারা হল না। দাড়িভিটের ঘটনা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর, ২০১৮। স্থানীয় স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়ারা পঠনপাঠন ছেড়ে প্রতিবাদ করছিল। তাদের অভিযোগ ছিল ইংরেজি, অঙ্ক শিক্ষকের পরিবর্তে শিক্ষা দফতর থেকে উর্দু, সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষক পাঠানো হয়েছিল। প্রতিবাদ, অবরোধ সামাল দিতে পুলিশের গাড়ি আসে। লাঠি চলে, ইট বৃষ্টি হয়, বোমা ফেলা হয়, গুলি চলে, গুলিতে ওই স্কুলের উনিশ-কুড়ির দু'জন প্রাক্তন ছাত্র, তাপস বর্মণ ও রাজেশ সরকার, নিহত হন। সিআইডি তদন্ত ভার হাতে নেয়। এখানে প্রায় ছ'বছর অতিক্রান্ত, সিআইডি তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি। এখানে তো অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, সর্বোপরি ঘটনাস্থলে পুলিশের গাড়ি ছিল। তার পরও জানা গেল না কোন জায়গা থেকে গুলি চলেছিল। শীতলকুচির ঘটনার চার্জশিট দেওয়ার লক্ষ্যে জোরকদমে তদন্ত চললেও দাড়িভিট ঘটনার তদন্ত সেই লক্ষ্যে এগোল না কেন? সম্প্রতি কলকাতা উচ্চ আদালতে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারক সিআইডি তদন্তে কোনও অগ্রগতি না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন, বোমাবাজি হওয়ায় তদন্তভার এনআইএ'র হাতে তুলে দেন। রাজ্য সরকার সিঙ্গল বেঞ্চের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে গেলেও সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখে। আদালত থেকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। দায়সারা সেই রিপোর্ট দেখে বিচারকের যথার্থ পর্যবেক্ষণ এবং আক্ষেপ, ছাত্র-মৃত্যুর মতো অভিযোগ সত্ত্বেও প্রশাসন উদাসীন। এই উদাসীনতা শুধু একটি ক্ষেত্রেই নয়, অনেক ঘটনায় উল্লেখ করা যায়। হাওড়ার আমতায় কলেজ ছাত্র আনিস খানের মৃত্যুও একই ভাবে সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। সে ক্ষেত্রেও প্রশাসনের দিকে অভিযোগ উঠেছিল। তার বিচারও আজও অধরা। দেখা যাচ্ছে, যে ক্ষেত্রে অভিযোগের আঙুল প্রশাসন বা শাসক দলের দিকে উঠেছে, সেই সব ক্ষেত্রে তদন্তে প্রশাসন উদাসীন থাকছে। আবার যে ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করতে পারলে শাসক দলের রাজনৈতিক সুবিধা, সে ক্ষেত্রে অনেক সময় তদন্তের ক্ষেত্রে প্রশাসন অতি সক্রিয় হয়ে যায়। শীতলকুচি, দাড়িভিট এবং আনিস খানের মৃত্যুর মামলায় তদন্তের গতি দেখলেই সেই সত্য উঠে আসে। এটা সুস্থ প্রশাসনের নজির তৈরি করে না। গণতন্ত্রও দুর্বল হয়।

আনন্দকথা

ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন; মাস্টারকে বলিলেন, ''তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বলবে কিরকম ছেলে।''

আরতি হইয়া গেল। মাস্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনির পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে — মাস্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে, আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিত খুঁজিতে দেখিলেন, মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পদচারণ করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

মহেশ ভূপতি

১৯৭৪ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় মহেশ ভূপতির জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক একতা কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীপ দাশগুপ্তর জন্মদিন।*

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ও তাঁর 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'

স্বপনকুমার মণ্ডল

আধুনিক শিক্ষার সোপানে ধর্মীয় চেতনা নানাবিধ জিজ্ঞাসার সামনে এসে পড়ে। শুধু তাই নয়, সেখানে ভক্তি বনাম যুক্তির দ্বন্দ্বই অনিবার্য হয়ে ওঠে না, আস্থা-অনাস্থার দ্বৈরথও সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার পথকে সুগম করে তোলে। সেখানে রক্ষণশীল সমাজেও আশ্রম-মঠ ও মিশনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলাটাই স্বাভাবিকতা লাভ করে। অন্যদিকে আত্মত্যাগের সোপানে সেবার চেতনাই যেখানে পরিষেবায় আত্মগোপন করে, সেখানে পরিবারবিচ্ছিন্ন হয়ে সেবানিকেতনের বাসিন্দা হয়ে ওঠাটা আকর্ষণীয় না হওয়াটাই দস্তুর। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তির নেপথ্যে শুধু ধর্মীয় পরিসরই প্রাধান্য লাভ করে না, সেইসঙ্গে তাঁদের আত্মত্যাগের মহিমাও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। সেক্ষেত্রে প্রদর্শিত ভক্তিতেই সেই শ্রদ্ধাবোধ অন্তর্হিত হয়, তার সহযাত্রী হয়ে ওঠার বিষয়টি আপনাতেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে ধর্মভীরু গুরুবাদী জনমানসে ধর্মীয় পরিসর যতই আবেদনক্ষম হোক না কেন, তাতে সংগঠন গড়ে তুলে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে জনসমাদর লাভ করাটা সহজসাধ্য নয়। রাজনৈতিক বৃত্তে ক্ষমতায়নের স্বার্থে যেখানে সংগঠনের সক্রিয় অভিমুখ অনেক বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে, সেখানে পরাধীন দেশে শুধুমাত্র ত্যাগের সোপানে জনসেবার নিঃস্বার্থ পরিসরে মহত্ত্বের আদর্শ প্রদর্শিত হলেও সাধারণ্যে তার আবেদন অপ্রাপ্তিবোধে ব্রাত্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পরাধীন দেশে রাজনৈতিক ভাবে যেখানে মানুষের স্বাধিকার অর্জনের পথ সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেখানে ধর্মীয় চেতনায় আধ্যাত্মিক পথে সাংগঠনিক ভাবে সেবাশ্রমের ধারণাটি প্রশ্নপীড়িত মনে হয়। মানুষের বেঁচে থাকার বাস্তবতাই সেক্ষেত্রে মুখর হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে আবিশ্ব সাধারণের অধিকারবোধ রাজনৈতিক চেতনায় প্রাণিত হওয়ায় ধর্মীয় বাঁধন স্বাভাবিকভাবেই শিথিল হয়ে পড়ে। সেখানে চৈতন্যদেবের সময় থেকে ধর্মীয় চেতনাতেও ক্রমশ আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বাস্তবতার অভিমুখ প্রকট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিজাত আধুনিকতার সোপানে ধর্মীয় পরিসরে শিক্ষার আবেদন অধিক গুরুত্ব লাভ করে। খ্রিষ্টধর্মের বিস্তারে এদেশে মিশনারিদের শিক্ষা প্রসরের অভিমুখটি সেদিক থেকে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তার প্রভাব নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজেও লক্ষণীয়। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ তো ধর্মীয় চেতনাকে মানুষ গড়ার শিক্ষায় সামিল করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাতেও ধর্মীয় পরিসরটি অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে গড়ে তোলা 'ব্রহ্মাচর্যাশ্রম' থেকে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' তারই পরিচয়বাহী। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিসরেই শিক্ষার মুখে মানুষের বেঁচে থাকার মান ও উন্নত জীবনের হাতছানি যেখানে তীব্রভাবে আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে, সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মীয় সংগঠনের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সেভাবে আকর্ষক না হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া উনিশ শতকে আধুনিক শিক্ষার সোপানে ধর্মীয় পরিসর উচ্চকিত হওয়ায় সেই শিক্ষা কতটা মুক্ত চিন্তা ও জীবনের সহায়ক, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তবে শিক্ষার বুনিয়াদি চেতনায় মুক্ত চিন্তার আবহ যে তখনও বিষিয়ে যায়নি, তা হিন্দু স্কুল থেকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতেই প্রতীয়মান। অবশ্য তাই বিশ শতকে ধর্মীয় চেতনায় গড়ে তোলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উগ্র মৌলবাদের আঁতুড় ঘরে পরিণত করার প্রয়াস স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়। অন্যদিকে সেই পরিসরে রাজনৈতিক সচেতনতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জনমানসকে উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থিরতার পরিসরে মূল্যবোধের অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়ে যেমন অনিশ্চয়তা ও হতাশার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে, তেমনই তার মধ্যেই ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবোত্তর পরিসরে সাম্যবাদের সোপানে সাধারণের অধিকারবোধে ধর্মীয় পরিসর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সেই ১৯১৭-তেই স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ(১৮৯৬-১৯৪১) তাঁর ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলেন যা ১৯২৩-এ 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিক থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের পর এরূপ ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে সেবার আদর্শ দিয়ে দেশ বা জাতিগঠনের প্রয়াস সহজসাধ্য ছিল না। অথচ স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর সংগঠনটিকে স্বকীয় আদর্শে যেভাবে সাধারণ্যে আবেদনক্ষম করে তুলেছেন, তা শুধু ধর্মীয় নামাবলিতে কখনওই সম্ভব ছিল না। নানা প্রতিকূল আবহের মধ্যে দিয়ে তিনি যেভাবে সংগঠনের ভিত গড়ে তুলেছেন, তাঁর অবর্তমানে তার স্থিতিই সেকথা প্রত্যয়সিদ্ধ করে ভোলে।

আসনে প্রণবানন্দ প্রথম থেকেই তাঁর ধর্মীয় সংগঠনটির মানবিক অভিমুখটি শুধু স্পষ্ট করে তোলেননি, তার একক লক্ষ্যকেও স্থিরবদ্ধ করে দেন। সেখানে তাঁর সঙ্ঘকে 'দ্বিতীয় বুদ্ধদেবের সঙ্ঘ' বললেও 'বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের মতো নূতন আদর্শ ও তপঃশক্তিতে' 'সমগ্র দেশ ও জাতিকে' 'সঞ্জীবিত করতে' চাওয়ার কথা স্মরণে সক্রিয় করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর লক্ষ্য যে দেশসেবা, তা তিনি 'জাতিগঠন'-এর বার্তায় বারবার তুলে ধরেছেন। স্বামী প্রণবানন্দের কল্যাণকামী জনহৈতেষী চেতনায় আসলে ধর্মীয় আধারে মানবসেবার বর্তিকাকেই প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছেন। এজন্য তাঁর লক্ষ্যে ধর্মীয় শরীরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমেই চিকিৎসার প্রয়োজনবোধ করেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পূর্বে বিনোদ ব্রহ্মচারী রূপে ১৯১৩-তে গয়ায় পাণ্ডা-পুরোহিতদের অত্যাচার-অনাচারে শোষিত-শাসিত তীর্থযাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তিনি তীর্থ-সংস্কারের ব্রত নিয়ে একক উদ্যোগে যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা ছিল রীতিমতো ধর্মধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ানো। তাঁর সেই সফলকাম প্রয়াস আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অন্যদিকে সন্ন্যাসী জীবনে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যেভাবে সেবার আদর্শকে দেশসেবায় সামিল করেছেন, তার মধ্যেই রয়ে গেছে তাঁর প্রগাঢ় মানবিক চেতনা ও সুগভীর দূরদৃষ্টি। যে-কারণে শিক্ষা বিস্তারে বা অধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষের পথে অন্যান্য সংগঠনের মতো সফলকাম না হয়েও শুধুমাত্র সেবার আদর্শে তাঁর সঙ্ঘকে সাধারণ্যে আবেদনক্ষম করে তুলতে পেরেছেন তিনি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ধর্মীয় পরিসরে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষমুখর প্রকৃতি আপনাতেই সজীবতা লাভ করে। শুধু তাই নয়, দূরূহ হলেও আধ্যাত্মিকতার পথে জীবন ধন্য করার বাতিক অতীব সক্রিয়। সেখানে উন্নত জীবনের হাতছানি স্বাভাবিক মনে হয়। অরবিন্দ ঘোষের মতো মনীষীর দেশপ্রেমী বিপ্লবীর পথ ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে আধ্যাত্মিক জগতের সোপান গড়ে তুলে যেভাবে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তা অচিরেই ধর্মীয় আবর্তে নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। অথচ সেই পণ্ডিচেরির প্রভাবও রুশ বিপ্লবোত্তর পরিসরে প্রশ্নের সামনে চলে আসে। রাজনৈতিক আবর্তে মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদায় রক্ত-মাংসের বাস্তব জীবনের পাশে পণ্ডিচেরির আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিতুলনার অবকাশ আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে 'আত্মশক্তি', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় এ নিয়ে মস্কো বনাম পণ্ডিচেরির দ্বৈরথ স্বাভাবিকভাবেই নতুন দিশা দান করে। রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় তর্কবিতর্কসূত্রে লেখা প্রবন্ধের মাধ্যমে সেসময়ে রুশ বিপ্লবের সাফল্যের দিকটি আলোকিত করেছেন। তাঁর 'আজ এবং আগামীকাল' (১৯২৯)-এর শোরগোল ফেলে দেওয়া প্রবন্ধগুলি সেই সময়ের দলিল হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, শিবরামের 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' (১৯৪৩) বইটি যেই জনপ্রিয়তার স্বাক্ষরবাহী। সেই পরিসরে ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় শিবরামের প্রবন্ধগুলিতে বিদ্যমান। 'সুপারম্যানিয়া' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন 'সেকালের মহাপুরুষেরা সঙ্ঘ, মঠ প্রভৃতি গড়তেন, একালের মহাত্মারা গড়েন আশ্রম, আড্ডা, আসোসিয়েশন ইত্যাদি। নানা আকারে ও প্রকারে বিচিত্র তাঁদের এই আশ্রম-রচনার মূলে কী? নানান তত্ত্বকথার আড়ালে — নামান্তরে আর রূপান্তরে — সেই মৌলিক ক্ষুধা। স্রেফ্ ক্যানিবল-ইনস্টিঙ্কট। শিকারের সন্ধানে বাইরে না গিয়ে আশ্রম-মৃগয়া করার সুপারম্যানুভার! ক্যানিবল মানুষকে উদরসাৎ করে, সুপারম্যান করেন আত্মসাৎ।' সেক্ষেত্রে শিবরামের কথায় 'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক' হয়ে ওঠে। আসলে রুশ বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী চেতনার আলোয় ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন পরিসরটি নানাভাবে বিতর্কের অবকাশ তৈরি করে। সেখানে ধর্মের আত্মিক উন্নতির চেয়ে সাধারণ্যে আর্থিক উন্নতির সোপানটি আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। তার ফলে সাধারণ মানুষের আত্মগত অস্থিত্ব-সংকটের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের হাতছানি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরির আশ্রম স্থানিক পরিসরেই আলো বিস্তার করলেও তার পরিসর ছড়িয়ে না পড়াটা সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়। অথচ সেই প্রতিকূল আবহের মধ্যেই স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্ঘ শুধুমাত্র সেবার মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠাই লাভ করেনি, ছড়িয়ে পড়েছে তীর্থক্ষেত্র থেকে আমজনতার সঙ্গমক্ষেত্রে।

একালে সেবার বনেদি চেতনায় সমাজসেবার বিষয়টি বহুচর্চিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকট প্রভাবে যেখানে সমাজের ভূমিকা ক্রমে অস্তমিত সূর্যের মতো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, সেখানে তার সেবার আনুকূল্য প্রদানের বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজমানসের বিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে সেবার চেতনাই যেখানে পরিষেবার অন্তরালে ব্রাত্য হয়ে রয়েছে, সেখানে সমাজসেবার আভিজাত্য তার আধারেই ধোঁয়াশা তৈরি করে। তাতে গালভরা শব্দাড়ম্বরের মতো তার ব্যতিক্রমী আভিজাত্য সমাজমানসকে সেভাবে উদ্দীপ্ত করে না। কেননা তার সেবার প্রকৃতিটি সমাজের মানবিক দায় অপেক্ষা সামাজিক কাঠামো বজিয়ে রাখার মধ্যে সজীবতা লাভ করে। সমাজের যেকোনো কাজে সামিল হলেই বা সমাজের অস্তিত্ব নানাভাবে বিকাশে সক্রিয় রাখলেই সমাজসেবার পরিসরটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিপদে-আপদে পাশে থাকার মধ্যেও সমাজসেবার খ্যাতি অনায়াসলব্ধ। সেক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ের সোপানে সমাজসেবীর আত্ম-সংকট মোচনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর পরিচয়টি লাগসই হয়ে ওঠে। তাতে অবশ্য সেবকের স্থলে কর্মীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেলেও সেবার সর্বজনীন আবেদনের দৈন্য তীব্র মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসের শেষে 'কাজ' ও 'কাম'-এর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। কামের ব্যক্তিগত পরিসর কাজে সর্বজনীনতা লাভ করে। সেখানে নিঃস্বার্থভাবে আত্মীয়তাবোধে সমাজের সর্বজনীন সেবার মানসিকতার বড়ই অভাব। আসলে যেখানে মানুষের আত্মিক অস্তিত্বই বিপন্ন, সেখানে আত্মীয়তাবোধের অন্তরায় স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে সেবার মানসিকতাই উবে যায়। সেদিক থেকে স্বামী প্রণবানন্দ মানুষের আত্মিক উন্নতির সোপানে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির কথাই শুধু বলেননি, সেইসঙ্গে অন্তস্থিত সত্তার জাগরণের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্ঘে সকলের অবাধ আশ্রয়। এভাবে দীন-হীন অসহায় আর্ত-পীড়িত মানুষের আশ্রয়ে তিনি যেমন তাঁর সঙ্ঘে সকলের জন্য সেবার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তেমনই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে সেবক তৈরিতেও আত্মনিয়োগ করেছেন। তার ফলে তাঁর অবর্তমানে সঙ্ঘে সেবকের টান পড়েনি, সেবায় ভাটা আসেনি। সংগঠিত সঙ্ঘশক্তির আদর্শকে যেভাবে স্বামী প্রণবানন্দ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাতে ধর্মীয় চেতনা আধারিত হলেও তার অভিমুখ যে মানবসেবা, তা সঙ্ঘের বনেদি অস্তিত্বের মধ্যেই প্রতীয়মান। তাঁর নেতৃত্বের অভাবেও সঙ্ঘের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠেনি। সেখানে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বৃহৎ শক্তির সোপানটি উন্মোচিত হয়নি, সেইসঙ্গে সেবাশক্তির মহত্ত্বও প্রস্ফুটিত হয়েছে। সময়ের খরায় সমাজবিচ্ছিন্ন ভোগবাদে আক্রান্ত জনমানসে পরিষেবারাজের আভিজাত্য ও একাধিপত্যের আগ্রাসী ক্ষুধায় বিপন্ন নিঃসঙ্গ অসহায় মানবাত্মার প্রাণশক্তির জাগরণে সেবার সর্বজনীন অবিস্মরণীয় পথটির কোনো বিকল্প নেই। আধুনিকতার সোপান মানুষের জন্য মানুষের মানবিক অভিমুখে তাই 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'-এর ভূমিকা স্বভূমিতেই প্রতিভাত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নগরলক্ষ্মী'র ছায়ায় শুধু প্রাণিত হওয়ার অবকাশ মেলে না, বিকল্প জীবনের পরম পরশের হাতছানিতে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ অসে। সে আমন্ত্রণ আত্মিক বন্ধনের, চিরন্তন মানবধর্মের, ভাবা যায়!

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কোন্নগরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! বন্দুকের বাট দিয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ভোট পরবর্তী হিংসার খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কিন্তু তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত তৃণমূলই! বন্দুকের বাট দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। দুই নেতার মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে উত্তেজনা কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়ায়। ঘটনায় একাধিক জন আহত হয়েছেন। আহতরা ভর্তি উত্তরপাড়া হাসপাতালে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনে জয়লাভের পর তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উন্মাদনা চলতে থাকে। বুধবার রাতে কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়ায় একটি ক্লাবে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে। সেখানেই দুই তৃণমূল কর্মী খাবার পাতা আনতে গেলে তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বচসা হয়। ধাক্কা মেরে স্কুটি থেকে ফেলে বন্দুকের বাট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কোন্নগরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলর। তিনি দাবি করেন, বহিরাগতরা তাণ্ডব করেছে। তার প্রতিরোধ করেছে এলাকাবাসী। আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল নেতা দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের অনুগামী দু'জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিব্যেন্দুর সঙ্গে বিশ্বরূপের দ্বন্দ্ব পুরনো। দিব্যেন্দুর দাবি, 'ভাস্কর সাহা ও ঋক দাস দুই তৃণমূল কর্মী পাতা আনতে যাচ্ছিলেন রাস্তায় তাঁদের বেধড়ক মারে। তাঁদের স্কুটিতে আগুন দেয়। কাউন্সিলের সঙ্গে লোক নেই। এর আগেও এমন করেছে। আমি দলকে জানিয়েছি।' কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর দাবি, 'রাত বারোটার সময় কয়েকজন যুবক জোরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাড়ার লোক প্রতিবাদ করায় তাঁদের মারধর করা হয়। আমি পরে খবর পেয়ে গিয়ে দেখি বহিরাগতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে এলাকাবাসী। পাড়ার কয়েকজনও আহত হয় ঘটনায়। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও বিষয় নেই।'

বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনায় উত্তপ্ত গোঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও বোমাবাজির ঘটনায় উত্তপ্ত আরামবাগের গোঘাট। এক বিজেপি সমর্থকের বাড়ির সামনে বোমাবাজি এবং তাঁর চাষের মিনি ডিপটিউবওয়েলের সরঞ্জাম লুটপাট করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের আস-লহরি গ্রামে। অভিযোগ গোঘাটের শাওড়া অঞ্চলের আস-লহরির বিজেপি নেতা তথা এখানকার কো-কনভেনার আশিস ঘোষের মিনি চুরি ও মিনি ঘর ভাঙচুর করা হয়। পাশাপাশি বাড়ির সামনে বোমাবাজিও করা হয়। আর এই অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে গোঘাটের তৃণমূল নেতৃত্ব।

জানা গেছে ওই বিজেপি নেতার অপরাধ, লোকসভা নির্বাচনে তিনি তাদের গ্রামের ২৫১ নম্বর বুথে বিজেপি কর্মীদের সাহায্য করেছিলেন। তার ফলে ওই বুথে বিজেপি প্রার্থী বেশ কিছুটা লিড পেয়েছে এমনটাই অভিযোগ। আর তারপরেই সন্ধে থেকে তার বাড়ির সামনে বোমাবাজি শুরু হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও আশিসবাবু সকালে উঠে দেখেন মাঠে থাকা তার মিনি ডিপটিউবওয়েলের সমস্ত সরঞ্জাম লুটপাট করে নিয়ে গেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই বিষয়ে তিনি গোঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক সহ গোঘাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বিশ্বনাথবাবু এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে এই সমস্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদের দলের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা জানান, এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কারণ আমরা শান্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ওরা নিজেরাই হয়তো ভয় পেয়ে এই অভিযোগ করছে। আসলে আরামবাগে বিজেপি হেরে গেছে। আর তাতেই ওরা এখন নিজেদের মধ্যে মারপিট লুঠপাট করতে শুরু করেছে। আর এখন তৃণমূলের দিকে দোষারোপ করছে। গোঘাট থানার পুলিশকে জানিয়েছি, গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮৩১১৯/০২৩০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮৩০২৩, ই-মেল: sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১)]

লোন এ/সি নং - ৩৩৩৩৪৭৪৮৬৪৪ (সুবিধার প্রকৃতি - ক্যাশ ক্রেডিট), ৩৩৩৩৪৮৭৯৫০০৫ (টার্ম লোন), ৩৩৩৩৪৮২৩৯৪২ (ভিত্তিউসিএল), ৩৩৩৩৪৮৯১৩১৫১১ (এফআইটিএল)।

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ১৩.০২.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা- মেসার্স জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড, [illegible]

[illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী:- [illegible]

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৫.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মালদায় ভরাডুবির কারণ জানতে চায় তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব

কেন এমন ফল, দলের অন্দরে প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় দুটি লোকসভা কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থীদের পাশে থেকে সান্ত্বনা দিল তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি এমন ফলের জন্য মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের দুই প্রার্থী কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। মূলত ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ডে তৃণমূলের ভরাডুবির কারণও জানতে চেয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে মালদা তৃণমূলের দুই প্রার্থী দুটি পুরসভার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জিকে পাঠানোর কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার দুই চেয়ারম্যানের ও ভাইস চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডেও গোহারা হারতে হয়েছে তৃণমূল প্রার্থীদের। কেন এমনটা ফল হল এ নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাহলে কি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির মালদায় নির্বাচনী বৈঠককে গুরুত্বই দেয়নি তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব! এমনই প্রশ্ন এখন রাজ্য নেতৃত্বের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচনের মুখে মালদায় ১২১ জনের নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড হ্যান্ড কমান্ড তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। কিন্তু নির্বাচনী বৈঠকে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশকে কার্যত অমান্য করেছে দলের জেলার একাংশ এমনই অভিযোগ পরাজিত মালদার দুই তৃণমূল প্রার্থীর। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে ১ হাজার ৩২টি। সেখানে তৃণমূলের ভোট পড়েছে মাত্র ৫৯০ টি। অথচ গত পুরো নির্বাচনে ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই সব থেকে বেশি ভোটে লিড দিয়েছিলেন বর্তমান চেয়ারম্যান। ভোটের ব্যবধান কমে যাওয়ায় এরকমভাবেই মালদার দুটি পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলরদের ভূমিকা নিয়েও এখন অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে একান্তই মতামত বিনিময় এবং আলোচনায় বসতে চলেছে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। একুশে জুলাই পার হলেই মালদায় অনেক কিছু পদের রদ বদলের সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে তৃণমূলের একটি সূত্র থেকে। যদিও নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক রহিম বক্সী। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে রহিম বক্সী প্রায় ৬৫ হাজার ভোটে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র মালতিপুর থেকে জয়ী হয়েছিলেন। সেই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবারে তৃণমূলের থেকে কংগ্রেস ১৫ হাজার ৯২১টি ভোট বেশি পেয়েছে। একই রকম ভাবে তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান তথা রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জির বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের থেকে কংগ্রেস প্রার্থী ৩৩ হাজার ৮৫৯ ভোট বেশি পেয়েছে। অথচ এই কেন্দ্রেই তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৪০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এরকম অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি এবং কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান নিয়েও চিন্তিত তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। ফলে এখন থেকেই মালদার রাজনীতির সমীকরণ রদবদল করা নিয়েই রীতিমতো কোমড় কষছে তৃণমূল। যদিও লোকসভা নির্বাচনে মালদার ফলাফল নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করেননি তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি জানিয়েছেন, দুটি পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ড, বিধানসভা ভিত্তিক পরিসংখ্যান ধরে ফলাফলের রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। গোটা রাজ্যে যেখানে তৃণমূলের জয়জয়কার, সেখানে মালদার এমন ফলের কারণ নিয়ে আমিও অবাক হয়েছি। এমনকী যেখানে মালদার দুটি কেন্দ্রেই এই ফল হল সেটাই বুঝতে পারছি না। সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট ফাইল বন্দি করে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে পাঠাতে চলেছি।

দ্রুত বর্ধমানবাসীর জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'খুব শীঘ্রই বর্ধমানবাসীর জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে।' বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ জয়ী হওয়ার পর বৃহস্পতিবার বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে একথা বলেন।

তিনি জানান, নির্বাচন শুরুর আগে যখন তিনি দলের প্রার্থী হন, বর্ধমানে এসে তিনি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে জয়ের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। দেবী তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন, তাই তিনি জয়ী হওয়ার পর পুজো দেন। স্বর্গে যেমন দেব-দেবীরা রয়েছেন, তেমন মর্তে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ভালো কাজ ও দলের কর্মী সমর্থকদের কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁর জয় এসেছে। কারণ বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে। তাঁর উন্নয়নে মুগ্ধ হয়েছেন মানুষ।

তাঁর দাবি, বর্ধমান ও দুর্গাপুরের মানুষ যে পরিমাণ ভালোবাসা তাঁকে দিয়েছেন, সেই ভালোবাসা কী ভাবে তাঁদের ফেরত দেবেন তা তিনি জানেন না। তবে তিনি চেষ্টা করবেন মানুষের জন্য উন্নয়নের কাজ করার। এদিন তিনি বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দাঁড়িয়ে বর্ধমানবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'খুব শীঘ্রই বর্ধমানবাসীর জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে।'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন মশকরা করে কীর্তি আজাদ জানান, খেলার সময় যেমন হারজিত হয়, তেমন রাজনীতিতেও হারজিত আছে। তবে খেলার মাঠে প্রতিপক্ষ যখন হেরে যেত, খেলার শেষে তারা ভারতীয় দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিত। কিন্তু রাজনীতিতে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার দিন বর্ধমানে গণনাকেন্দ্রের কাছেই ছিলেন বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনি হেরে যাওয়ার পর শুভেচ্ছা জানানো তো দূরের কথা হাত না মিলিয়ে চলে যান। আগামী দিনে তাঁর প্রথম কাজ হল কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের মানুষের যে বকেয়া টাকা রয়েছে, সেই টাকা ফেরত আনার ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য, ভোট আসলেই দেখা যায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা যখন টিকিট পান, তখনই বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গিয়ে তাঁরা পুজো দেন। কেউ মাজারে গিয়ে চাদর চাপান, কেউ বা গুরুদুয়ারে যান। আবার কেউ চার্চে গিয়ে যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন জয়ের লক্ষ্যে। কিন্তু জিতে যাওয়ার পর আর জয়ী প্রার্থীদের কোনও ধর্মীয় স্থানে যেতে দেখা যায় না। কিন্তু এবার বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী কীর্তি আজাদকে দেখা গেল জয়ী হওয়ার পর কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এদিন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিতে। এদিন কীর্তি আজাদের সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়দেব মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় কাউন্সিলর সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃত্বরা।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) প্রভাতী চক্রবর্তী স্বত্বাধিকারী রেমিশন ডায়গনস্টিক অ্যান্ড পলি ক্লিনিক সেন্টার** **খ) বহরমপুর (গোরাবাজার) শাখা**	**১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ইউনিট নং জি/১, একতলায় জি-৫ তলা ভবন নাম ''বসুন্ধরা আবাসন'', সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৩৩ বর্গফুট, বহরমপুর পুরসভা অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা : গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং সিএস ১০৪৯, আরএস এবং এলআর ৯৩৮/১২৬০, পুরানো এলআর খতিয়ান নং ১৯০৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৪৫৯৮, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া পরিমাণ ০.৮৮১ একর, হোল্ডিং নং ৪৫/১, আর এন টেগোর রোড, ওয়ার্ড নং ৯, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, বিক্রয় দলিল নং ৯৩১০-২০১৩ সালের অনুযায়ী, রেজি. এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **২.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান নং ৩ একতলায় জি-৫ তলা ভবনে 'বসুন্ধরা আবাসন', সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোট ১৭৯ বর্গফুট, বহরমপুর পুরসভা অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা : গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং সিএস ১০৪৯, আরএস এবং এলআর ৯৩৮/১২৬০, পুরানো এলআর খতিয়ান নং ১৯০৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৪৫৯৮, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া পরিমাণ ০.৮৮১ একর, হোল্ডিং নং ৪৫/১, আর এন টেগোর রোড, ওয়ার্ড নং ৯, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, বিক্রয় দলিল নং ৯৩০৯-২০১৩ সালের অনুযায়ী, রেজি. এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **উভয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : প্রভাতী চক্রবর্তী** স্বামী সন্দীপ চক্রবর্তী, একতলা, ফ্ল্যাট নং জি/১, বসুন্ধরা আবাসন, ৪৫/১, আর এন টেগোর রোড, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১ **চৌহদ্দি (সম্পত্তি নং ১) :** উত্তরে : প্রদীপ রজকের ভবন, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ভরত মন্ডলের ভবন। **চৌহদ্দি (সম্পত্তি নং ২) :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট 'সূর্যতোরণ', পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কংক্রিট সড়ক, পশ্চিমে : সাধারণ গ্যারাজ।	ক) ২২.০২.২০২৪ খ) ০১.০৬.২০২৪ গ) ২৪,০৫,৮৪৮.২২ টাকা (চব্বিশ লাখ পাঁচ হাজার আটশ আটচল্লিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) টাকা ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত পরবতী সুদ এবং চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ০১.০৬.২০২৪
স্থান : বসুন্ধরা আবাসন, ৪৫/১ আর এন টেগোর রোড
পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ডিম ভাঙতেই বেরল সাপের ছানা, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সারা পৃথিবীজুড়ে প্রতিনিয়তই নানান আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে, আর এইসব ঘটনার সাক্ষী সাধারণ মানুষ। সেই রকমই এক ঘটনার সাক্ষী রইলেন জামুড়িয়ার খোট্টাডিহি গ্রামের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত খোট্টাডিহি গ্রামে পোল্ট্রি ডিম ভাঙতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাপের ছানা। ডিহি পাড়ার বাসিন্দা শেখ মান্নানের স্ত্রী মালা বিবি সকালবেলা তাঁর ছেলের জন্য ডিম ভাজতে গেলে ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সাপের ছানা। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত শেখ মান্নারের পরিবার সহ ডিহি পাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সোমনাথ মণ্ডলের দাবি, এই ধরনের বিরল ঘটনা তাঁদের এলাকায় প্রথম দেখলেন তিনি। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা দেন যে এই ধরনের ঘটনা অন্য কোনও জায়গাতেও ঘটতে পারে। তাই ডিম খাওয়ার আগে একটু দেখে নেবেন না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

অবৈধ ভাবে মজুত কয়লা বাজেয়াপ্ত সিআইএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর ডালুরবাঁধ কোলিয়ারি ৪ নং বিজলি ঘরের পিছনে বুধবার রাতে কয়লা চোরেরা কয়লা পাচারের উদ্দেশ্যে প্রায় ২৫ টন কয়লা মজুত করেছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার সিআইএসএফ ওই কয়লা বাজেয়াপ্ত করে বৃহস্পতিবার সকালে। ভোট পর্ব মিটতে না মিটতেই কয়লা চোরেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বলে দাবি। অনেকেরে দাবি, এত বিশাল পরিমাণ কয়লা উদ্ধারে এটা প্রমাণ হল কয়লা চোরেরা এখনও সক্রিয় খনি এলাকায়।

রাজ্য জয়েন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করল কৃষ্ণনগরের বিবস্বন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্য জয়েন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করল কৃষ্ণনগরের বিবস্বন বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্টের ফল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহা সাংবাদিক বৈঠক করে ফল প্রকাশ করেন। তিনি জানিয়েছেন, বিকেল চারটে থেকে পড়ুয়ারা র‍্যাঙ্ক কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে। এবছর ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৯৪ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিল। তার মধ্যে ৮৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। যাঁরা প্রথম দশে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারজন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের, চারজনই সিবিএসই বোর্ডের, দু'জন আইএসসি বোর্ডের। এবছর মোট ৩২৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয় এবং ১,৪২,৬৯৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ৯৯,৫,৭৪ জন ছাত্র এবং ৪৩,১২০ জন ছাত্রী ছিলেন। এবারে আন্দামান থেকে ১২, দমনের ৬, জম্মুর ৩৮ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া মিজোরাম থেকে বহু ছাত্রী ছাত্র যোগ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১, ১২,৯৬৩ পড়ুয়া সফল হন। বোর্ড জানিয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব কাউন্সেলিং শুরু হবে। তিনটি পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং হবে। কৃষ্ণনগরের বিবস্বন বিশ্বাস এবছর তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরের জয়েন্টের প্রবেশিকা পরীক্ষায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ১৭২.৯১। কৃষ্ণনগর বিশপ মোরো স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে সে জয়েন্টের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। অবশেষে আজ তারই সাফল্য মিলল হাতে। স্বাভাবিকভাবেই তার এই সাফল্যে খুশি তার পরিবার-সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও।

কৃষ্ণনগর বিশপমোরো স্কুলের শিক্ষিকা ইন্দিরা সরকার জানান, ভীষণই ভালো লাগছে। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত ভালো বিবস্বন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেকেই ওকে খুবই ভালোবাসে। ও নিজেও সকলকে স্নেহ করে। শান্তশিষ্ট চুপচাপ মুখে সবসময় লেগে থাকত হাসি। এছাড়াও তিনি জানান, ও নিজে যে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এ বছর স্কুলের এক্সিবিশনে ও ভূগোল বিভাগের এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ নিয়েছিল। তার কারণ ও একটা বার্তা দিতে চেয়েছিল যে শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগে গেলেই সেই পড়ুয়ারা ভালো হবে তা নয়, কলা বিভাগ কিংবা বাণিজ্যিক বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করলেও তারও মান সমতুল্য।

তার এই সাফল্যে খুশি পরিবার-সহ সকলেই। এরপর তার ইচ্ছে রয়েছে, মুম্বই আইআইটি কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার। আপাতত বিবস্বনের এই সাফল্যে গর্বিত কৃষ্ণনগর-সহ গোটা নদিয়াবাসী।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD (A Govt. Of India Undertaking)

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, জিডি ব্লক
সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের এবং বিশেষত গ্রাহকগনের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত শাখা একই কেন্দ্রে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে **১০.০৬.২০২৪ তারিখ** থেকে কার্যকর হিসেবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে :

ক্রম নং	শাখার নাম	শাখার বর্তমান ঠিকানা	শাখার নতুন ঠিকানা
১.	হরিশ মুখার্জি রোড	৮৭এ, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০২৬	৩২এ, কালীঘাট রোড, ২য়তল, কলকাতা : ৭০০০২৫

সংশ্লিষ্ট স্থানান্তর প্রক্রিয়াকালীন বা স্থানান্তর পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের কোনওরূপ অসুবিধা না হয় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকদের অবগত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট উক্ত পরিবর্তন **১০.০৬.২০২৪** তারিখ থেকে কার্যকর হবে।
কোনও কারণে বিস্তারিত তথ্যের এবং/বা অসুবিধার কারণ ঘটলে গ্রাহকদের হরিশ মুখার্জি রোড শাখার শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

[রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **দাবি নোটিশের তারিখ ২৯.১০.২০২৩ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা - শেখ মাফিজুল হক** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৬৪,৬১১.০০ টাকা** (এক লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো এগার টাকা) **২৯.১০.২০২৩ পর্যন্ত** চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১ জুন ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুলিশ লাইন, বর্ধমান শাখার** নিকট বকেয়া ১,৬৪,৬১১.০০ টাকা (এক লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো এগার টাকা) ২৯.১০.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : কেশবপুর, প্লট নং এলআর ১০৫০, জেএল নং ৬৮, খতিয়ান নং ১৯৯, ৮৩৮ এবং ৮৩৯, জেলা : বর্ধমান, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১১৩০ তাং ০৭.১২.২০০৭। পরিমাণ ৩.২৫ শতক। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আজবা এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : শেখ আজিজুল এর সম্পত্তি, পূর্বে : শেখ রবিউল হোসেনের সম্পত্তি, পশ্চিমে : কিবরিয়ার সম্পত্তি।

তারিখ - ০১.০৬.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.০৭.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত ০৮.০৭.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৩,২১,৪৩০.০০ টাকা ০৭.১১.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী অমিত শাউ, পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাউ, ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, আলম বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫** কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **১৮,৮৮,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **১,৮৮,৮০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলা, জি-৪ তলা ভবনে পরিচিত বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৬৮০ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং রুম, ২ টয়লেট, মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস দাগ নং ১১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ০৬, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, ওয়ার্ড নং ২০, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, থানা : রাজারহাট, পো : বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯, স্বত্ব দলিল নং ১-৪৭৭৭/২০২০ তারিখ ১৪.১০.২০২০, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -৪, কলকাতা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৭.২০২৪	প্রতীকী দখলীকৃত	SARB FILE NO. 19521/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত ০৮.০৭.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৫,৩২,১৮৫.০০ টাকা ২৮.১১.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স মহামায়া ট্রেডার্স, ৫০৭/৫১, যশোর রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪, শ্রীমতি লতা সাহা,** স্বামী শ্রী সমীর সাহা, **শ্রী অনিন্দ্য সাহা,** পিতা বিনয় কৃষ্ণ সাহা **উভয়ের ঠিকানা** - ১১৮, রাজা দেবেন্দ্র কলোনি, মৌজা - সাতগাছি, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **১৪,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **১,৪০,০০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১২ ছটাক ৩৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত একটি দোতলা পাকা ভবন সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত এরিয়া কমবেশি ৯০০ বর্গফুট(একতলায় এরিয়া কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট দোতলায় এরিয়া কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট) সিএস দাগ নং ২৩৮ (অংশ) মৌজা : সাতগাছি, জেএল নং ২০, চিহ্নিত প্লট নং ৯২,এস প্লট নং ১৪৫, থানা : দমদম,অবস্থিত ওয়ার্ড নং ২১ দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১১৮, রাজা দেবেন্দ্র কলোনি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,এডিএসআর কাশীপুর দম দম, ডিএসআর অফিস বারাসত (সম্পত্তি শ্রী অনিন্দ্য সাহা পিতা শ্রী বিনয় কৃষ্ণ সাহা এবং শ্রীমতি লতা সাহা স্বামী শ্রী সমীর সাহার নামে)। (দলিল নং ১-৫২৬৩-২০১৫ সালের)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৭.২০২৪	স্বত্ব দখলীকৃত	SARB FILE NO. 18705/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভোট পরবর্তী হিংসা জারি রাজ্যে

বিজেপি কর্মীদের মাথা ফাটানো, বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলে বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট মিটতেই তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের মধ্যে আবারও অশান্তি কোতুলপুরে। বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে কোতুলপুর ব্লকের কোয়ালপাড়া বেড়ারপার এলাকায়। অভিযোগ, রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় জয়াকারের আনন্দে এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়ির সামনে বাজি ফাটিয়ে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে উঠেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। বাড়ির সামনে থেকে অন্যত্র আনন্দ ফূর্তি করার কথা বলতেই বিজেপি

কর্মী ও তাঁর বাড়ির লোকজনের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ভাঙচুর করা হয় বাড়িঘর, মারধর করা হয় বাড়ির মহিলাদেরও। এক বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। অন্য একজনের হাত কেটে দেওয়া হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। পাশাপাশি এলাকাকে সন্দেশখালি করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি এবং বাড়ি থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে ধর্ষণ করার হুমকি দেন তৃণমূল কর্মীরা বলেও অভিযোগ আক্রান্তদের। এরপরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কোতুলপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কোতুলপুরের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি কেশবি নাগা পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই ভাবে মারধর করতে থাকলে মারের পরিবর্তে মার হবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই কেন্দ্রে অল্পসংখ্যক মার্জিনে বিজেপি জয়লাভ করেছে তাই এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। আনন্দ উচ্ছ্বাস করতে করতে নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল এটা। ওখানে তৃণমূল জড়িত নয় সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ।

বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে হঠাৎই হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা অব্যাহত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। বাদ নেই বর্ধমান জেলাও। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বর্ধমানের বিজেপি জেলা পার্টি অফিসে হঠাৎই হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মীরা পালটা প্রতিরোধ করতেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তার দাবি, তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ করে জেলা বিজেপির পার্টি অফিসে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় জেলা সভাপতির গাড়ি, একাধিক বাইক। রাস্তার ওপর থেকে ইট, পাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর চালানো হয় দলীয় কার্যালয়ে। নির্বাচনের পর থেকেই ঘরছাড়া বিজেপির কর্মীরা। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন বিজেপির জেলা পাটি অফিসে। আর সেই খবর জানতে পারে তৃণমূল। এরপরেই একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। জেলা বিজেপি কার্যালয়ের অফিসে ভাঙচুরের ঘটনার খবর দেওয়া হয় বর্ধমান সদর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের।

জেলার তৃণমূল নেতা দেবু টুডুর দাবি, পুরোটাই বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কোনও ভাবেই জড়িত নয়। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিজেপি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নিজেদের হারের ফলে এখন তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসছে। তবে পুলিশকে বিষয়টি দেখার জন্য তিনি আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভোট পরবর্তী হিংসা, তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে, তৃণমূলের হাতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা আক্রান্ত। তৃণমূল সমর্থকের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আতঙ্কে ঘর ছাড়ছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এই ঘটনায় তৃণমূলের অন্দরেই গন্ডগোলে শুরু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন শাসক বিরোধী বিভিন্ন দলের কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থকরা। কিন্তু মিনাখাঁ বিধানসভার অন্তর্গত চৌধুরীচক এলাকায় দেখা গেল একটু অন্যরকম চিত্র। বিজেপিতে ভোট দিয়েছে তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী, সেই সন্দেহের জেরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা মিনাখাঁ ব্লক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে আদি তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠল নব্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আতঙ্কে বাড়ি ঘর ছেড়ে বহু তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা পালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমেছে পুলিশ। আক্রান্তদের দাবি, তারা তৃণমূল করেন, সন্দেহের বশে তাদের মারধর ও বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বাড়ির কল ভেঙে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা জল খেতে না পারে। মারের হাত থেকে বাদ যায়নি গর্ভবতী মহিলাও। বিজেপির অভিযোগ সামনেই হাড়োয়া বিধানসভার নির্বাচন। হাড়োয়ার বিধায়ক ছিলেন বর্তমানে বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম। সেই সিট কাদের দখলে থাকবে তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল তৃণমূলের অন্দরে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, পারিবারিক গন্ডগোলকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই।

সিআরপিএফের মহিলা বাহিনীর বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিতে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর সামাজিক কর্মসূচি মেরি লাইফ। ২৩২ নম্বর মহিলা সিআরপিএফ বাহিনীর কমান্ডেন্ট সীমা তোলিয়ার তত্ত্বাবধানে বুধবার থেকে কর্মসূচি চলছে। মহিলা বাহিনীর কর্মসূচি অনুযায়ী পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, দৌড় প্রতিযোগিতা, সমাজের উন্নয়নমূলক নাটক প্রদর্শন, গাছ লাগানোর পাশাপাশি এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। গ্রামের গরিব মানুষদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার লালগড় থানার ভাঙ্গাডালি গ্রামে ২৩২ নম্বর মহিলা ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দাদের বস্ত্র বিতরণ করেন ডেপুটি কমান্ডেন্ট রবিনা মল্লিক ও বাহিনীর জওয়ানরা। ওই গ্রামের ১০০ টি পরিবারকে শাড়ি, শিশুদের বই, খাতা কলম, ছেলেদের গেঞ্জি ও প্যান্ট এবং মেয়েদের চুড়িদার ইত্যাদি পোশাক দেওয়া হয়।

মিনাখাঁয় সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

দেওয়া হয় গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপির ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী সমর্থকদের দেখতে, সন্দেশখালি যাওয়ার পথে মিনাখাঁয় সুকান্তর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ তৃণমূলের। দেওয়া হয় গো ব্যাক স্লোগান। এদিন এলাকা ঘুরে দেখলেন সুকান্ত, কথা বললেন আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে। রাজ্যজুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় বাদ গেল না উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের মিনাখাঁর বামুনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে। সেই খবর শোনার পর বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী ও সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং তারই প্রতিবাদ জানাতে মিনাখাঁ গিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। তার আগে বটতলার কাছে বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দেখে তার গাড়ি আটকে দলীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তৃণমূলের নেতাকর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি জয় বাংলা ও গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। প্রশাসনের তৎপরতায় সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের গাড়িগুলি সেখান থেকে বার করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী। তার কর্মীরা কি করবে তা দেখা উচিত। যেভাবে তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার করছে, দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে, বাড়িতে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে তাতে মানুষের জীবন জীবিকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মানুষের এই অবস্থা তারই দেখা উচিত। এই হিংসা বন্ধ করা দরকার। অন্য রাজ্যে বিরোধীরা এভাবে আক্রান্ত হওয়ার কোনও খবর নেই। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

পণের দাবিতে স্ত্রীকে খুন, ধৃত স্বামীর ৩ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:: পণের দাবিতে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে ধৃত স্বামীর তিনদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করলেন জেলা আদালতের বিচারক। পাশাপাশি এই খুনের ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত শিমুলতলী এলাকার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়। তাঁর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ ওঠে। বুধবার বিকেলে পণের দাবিতে স্ত্রীকে মারধর এবং পরবর্তীতে খুন করেন তিনি বলে অভিযোগ। মৃতার পরিবারের লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে তদন্তে নেমে বালুরঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত সত্যজিৎ রায়কে আটক করে। সেই ঘটনায় এদিন তাঁকে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার তিনদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, 'সত্যজিৎ রায় পণের দাবিতে তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে মেরে ফেলেছে। ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন, পণের জন্য বধূ হত্যা এই সমস্ত মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল আদালতে। এই ঘটনায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট কোর্ট) নীলাঞ্জনা সাহা তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা,
পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৪৬ মোবাইল নং - ৯৫৮৪৩০০৭৮৭
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারগিণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১. শ্রী দীপ্তেশ দে (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি শিল্পা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২. ০০৬০৬৭৫১০০ ০৪৬৪৯১ এবং ০০৬০৬৭৫১০০ ০৪৬৫০৭	১. ১২.০২.২০২৪ ২. ০৩.০৬.২০২৪ ৩. ২৭,৮৩,৪৫৮.০০ টাকা (সাতাশ লাখ তিরাশি হাজার চারশ আটান্ন টাকা) ০৯.১০.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া	**স্বত্ব দলিল নং ১-৬৬২/২০১৮ :** একটি সম্পূর্ণ বসবাসের টাইলসের মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ৬০৮, ষষ্ঠতল ব্লক এ, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের চাতাল সিএস প্লট নং ১৪৩২, ১৪৩৩, এবং ১৪৩৪, খতিয়ান নং ১৬১৮ (১৬১৬) আরএস প্লট নং ১৪২৭, ১৪২৮, এবং ১৪২৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮,আরএস প্লট নং ৩৫২৯, ৩৫৩০, ৩৫৩১,৩৫২৫, ১৬৪৪, ৩৫০৯, ৩৫১৩, ৩৫১৬, ৩৫১৭ এবং ৩৫৩৬,খতিয়ান নং ১৭২৭, ৩৯৫০, মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫২ বি, জি টি রোড, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা,এডিএসআর অফিস এবং থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, লিফট সহ। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৬০৯; পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের লবি; দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ৬০৭। এবং একটি সিমেন্টের (কংক্রিট কাস্টিং) মেঝে খোলা দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস, নং জিডিটি -১৫, ব্লক বি, একতলায়, পরিমাণ অবিভক্ত ঢাকা এরিয়া ২১ বর্গফুট অবিভক্ত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৬ বর্গফুট, তপশিল এ অধীন ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের চাতালের, সিএস প্লট নং ১৪৩২, ১৪৩৩, এবং ১৪৩৪, খতিয়ান নং ১৬১৮ (১৬১৬) আরএস প্লট নং ১৪২৭, ১৪২৮, এবং ১৪২৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, আরএস প্লট নং ৩৫২৯, ৩৫৩০, ৩৫৩১, ৩৫২৫, ১৬৪৪, ৩৫০৯, ৩৫১৩, ৩৫১৬, ৩৫১৭, এবং ৩৫৩৬, খতিয়ান নং ১৭২৭, ৩৯৫০, খতিয়ান নং ১৭২৭, ৩৯৫০, মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫২ বি, জি টি রোড, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা, এডিএসআর অফিস এবং থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, এবং যাতায়াতের অধিকার সমন্বিত।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১৫.০৭.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যা আছে তা আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৩৭,৭৬,০৮৪.১৫ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চুরাশি টাকা পনেরো পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৪,৯৮,৮২২.৬৯ টাকা + ১২,৭৭,২৬১.৪৬ টাকা) **২৬.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে এবং **ঋণগ্রহীতা-তথা-বন্ধকদাতা: শ্রীমতী সঞ্জু রায়,** স্বামী- নিখিল চন্দ্র রায়, গ্রাম ও পোস্ট - সম্মতিনগর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২১৩-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা - এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা-তথা-বন্ধকদাতা: শ্রীমতী সঞ্জু রায়, স্বামী- নিখিল চন্দ্র রায়, গ্রাম ও পোস্ট - সম্মতিনগর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২১৩ ২. জামিনদার: শ্রী নিখিল চন্দ্র রায়, পিতা- সুরেশ চন্দ্র রায় গ্রাম ও পোস্ট - সম্মতিনগর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২১৩ খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা	**শ্রীমতী সঞ্জু রায় -এর নামে** থাকা ৪.২৫ ডেসিমেল জমি এবং তার উপর থাকা বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-১১৬ তারিখ-০৭.০১.১৯৯৭, শ্রীকান্তবাটি মৌজার অধীনে, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৮১, জেএল নং ১১৪, প্লট নং ৪৭৪, ৪৭৫। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মেটালড রোড, দক্ষিণ- দিলীপ সাহার সম্পত্তি, পূর্ব- অখিল সাহার সম্পত্তি, পশ্চিম- বিশ্বনাথ সাহার সম্পত্তি দ্বারা।	৩৭,৭৬,০৮৪.১৫ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চুরাশি টাকা পনেরো পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৪,৯৮,৮২২.৬৯ টাকা + ১২,৭৭,২৬১.৪৬ টাকা) ২৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ৩৭.৮৪ লক্ষ টাকা (*) (সাঁইত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩.৮০ লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30076363600 ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

সম্পত্তি আইডি: IDIB30076363600 -এর জন্য কিউআর কোড

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির নথিপত্র | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি -১ | সম্পত্তির ছবি -২ | সম্পত্তির ভিডিও

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৫.০৭.২০২৪; সময়: সকাল দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (**https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নম্বর ০৩৩-২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে ফোন করুন। এমএসটিসি লিমিটেড এর সাথে নিবন্ধন স্থিতির জন্যঅনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapirfin@mstcecommerce.com** -তে।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://ibapi.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১''**-তে যোগাযোগ করুন। দরদাতাদের **https://ibap.in** এবং **www.mstcecommerce.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৪ / স্থান: রঘুনাথগঞ্জ

অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২৪.০৬.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) শ্রী তাপস দত্ত (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) খ) নাকতলা ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এরিয়া ১০৪১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং ৩এ,অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব দিকে (সড়ক মুখী) সর্বোচ্চ তলে (জি-২ তলা ভবনে) দুই বেড রুম,এক লিভিং/ডাইনিং রুম,এক কিচেন, এক ব্যালকনি, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ১৩০ বর্গফুট এমকেডি নং ২ একতলায় নির্মিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি মৌজা : সিরিটি, জেএল নং ১১, তৌজি নং ৩, ৩৫, ১৭৭, ৪১১, অংশ দাগ নং ৬০২, খতিয়ান নং ৬৩৯, থানা : হরিদেবপুর, সাব রেজিস্টার্ড অফিস বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন প্রেমিসেস নং ৭৩, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪১, ওয়ার্ড নং ১১৫, বোরো নং ১৩, অ্যাসেসি নং ৪১-১১৫-১২-০০৭৩-৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৩, পৃষ্ঠা ১০৫২ থেকে ১০৭২ দলিল নং ০১৬২৩-২০১৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২, আলিপুর, সম্পত্তি শ্রী তাপস দত্ত পিতা প্রয়াত ইউ সি দত্ত এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ২৫, দাগ নং ৬০২, দক্ষিণে : প্লট নং ২৩, দাগ নং ৬০২ অধীন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : অংশ প্লট নং ২৮ এবং ২৯, দাগ নং ৬০২ অধীন।	৩৯,৩৫,৪৯৩.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা) ২৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50174801997 ঙ) নেই

সম্পত্তির অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : | ই-নিলাম ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/ | তথ্যাদি

সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৪ জুন ২০২৪ (২৪.০৬.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি এলটিডি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর **''১৮০০১০২৫০২৬''** এবং **''০১১-৪১১০৬১৩১''** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মোদি-শাহর বিরুদ্ধে সংসদীয় তদন্তের দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহর বিরুদ্ধে সংসদীয় তদন্তের দাবি জানালেন রাহুল গান্ধি। শেয়ার বাজারে 'দুর্নীতি' নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়ে দুই নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে বলে দাবি করলেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, মোদি-শাহর কী ভূমিকা রয়েছে শেয়ার বাজারের রেকর্ড পতনের নেপথ্যে, সেটাও প্রকাশ্যে আসা দরকার। উল্লেখ্য, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর এক্সিট পোল প্রকাশ্যে আসতেই চড়চড়িয়ে উত্থান হয়েছিল শেয়ার বাজারে। কিন্তু ভোটের ফলাফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর ইঙ্গিত মিলতেই গত চার বছরের নিকৃষ্টতম পারফরম্যান্স করে শেয়ার বাজার।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দু-জনেই দাবি করেছিলেন, এবার **রেকর্ড আসন জিতে ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। তার সঙ্গেই রেকর্ড গড়বে শেয়ার বাজারও। তাই বিনিয়োগকারীরা ৪ জুন ভোটের ফলপ্রকাশের আগে বেশি করে শেয়ার কিনে ফেলুন এমনটাই পরামর্শ দিয়েছিলেন অমিত শাহ। সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে সরব হন রাহুল। তিনি বলেন, 'এই প্রথমবার দেখলাম প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা শেয়ার বাজার এবং সেখানে বিনিয়োগ করা নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু কেন পাঁচ কোটি বিনিয়োগকারীকে শেয়ার কেনার পরামর্শ দিলেন তাঁরা? বিনিয়োগ নিয়ে পরামর্শ দেওয়া তো তাঁদের কাজ নয়। আর এমন সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তাঁরা এইসব পরামর্শ দিয়েছেন, সেই সংস্থার মালিকের বিরুদ্ধে সেবির তদন্ত চলছে।'**

শপথ গ্রহণের আগে একাধিক প্রকল্প নিয়ে বিজেপির উপর চাপ বৃদ্ধি জেডিইউর

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: শরিক নির্ভর বিজেপির উপর চাপ বৃদ্ধি করল জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)। বৃহস্পতিবার নীতীশ কুমারের দলের তরফে জানানো হয়েছে, অগ্নিপথ প্রকল্প পুনর্বিবেচনা করে দেখুক কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপির ইস্তাহারে উল্লিখিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও জেডিইউর খানিক বেসুরো স্বর শোনা গিয়েছে। তা ছাড়া জাতগণনা নিয়ে নিজেদের অবস্থানের কথা আরও এক বার স্পষ্ট করে দিয়েছে এনডিএ-র এই শরিক দল। সব মিলিয়ে শপথগ্রহণের আগে শরিকদের তরফে বিজেপির উপর চাপ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার জেডিইউ নেতা কেসি ত্যাগী সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, 'ভোটদাতাদের একাংশ অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন। আমাদের দল চায়, জনগণের তোলা প্রশ্নগুলো নিয়ে সবিস্তার আলোচনা হোক এবং এটি প্রত্যাহার করা হোক।' প্রসঙ্গত, ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সি যুবকদের সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ দিতে অগ্নিপথ প্রকল্প আনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বলা হয়, সেনায় চাকরি পাওয়া যুবকদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশকে ১৫ বছরের জন্য বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু সেনায় এই অস্থায়ী চাকরির বন্দোবস্ত নিয়ে যুব সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ চরমে ওঠে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপর্যয়ের নেপথ্যে এই অগ্নিপথ-ক্ষোভকে দায়ী করেছেন অনেকে। বিরোধী দলগুলি আগেই এই প্রকল্প বন্ধ করার দাবি তুলেছিল। এ বার বিজেপির শরিক দলও একই দাবি তোলায় অস্বস্তিতে পদ্মশিবির।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে জেডিইউ-র বক্তব্য, তারা এই ব্যবস্থার বিরোধী নয়। কিন্তু আইন প্রণয়নের আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলার পক্ষপাতী তারা। জাতগণনা নিয়ে ফের সরব হয়ে জেডিইউ নেতা ত্যাগী বলেন, 'কোনও দল বলতে পারবে না যে, তারা জাতগণনা চায় না। বিহার পথ দেখিয়েছিল। সর্বদল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী-ও এর বিরোধিতা করেননি। তাই জাতগণনা সময়ের দাবি।' বিহারের বিশেষ মর্যাদার দাবিতেও সরব হয়েছে জেডিইউ। কেবল এক দেশ এক ভোট নিয়ে বিজেপির অবস্থান এবং নীতীশের দলের অবস্থান হুবহু মিলে গিয়েছে।

নীতীশের দল এ বার বিহারের ১২টি আসনে জয়ী হয়েছে। আসনসংখ্যার বিচারে এনডিএ-তে বিজেপি, তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র পরেই তৃতীয় বৃহত্তম দল জেডিইউ। গত দু'বারের মতো এ বার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। তাই সরকার চালাতে নীতীশ এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপির উপরে অনেকটা নির্ভর করে চলতে হবে পদ্মশিবিরকে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির একাধিক রাজনৈতিক প্রকল্প নিয়ে নিজেদের অবস্থানের কথা জানিয়ে নীতীশের দল আদতে মোদি-শাহদের উপরে চাপ বৃদ্ধি করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজদের মধ্যে উদ্ধার ১৩

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯

দেরাদুন, ৬ জুন: উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ২২ জনের একটি দল। দু'দিন ধরে তল্লাশি অভিযানে অবশেষে ১৩ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই দলের ন'জনের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এখনও পর্যন্ত। বুধবার থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে।

গত ২৯ মে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী-টিহরী সীমানায় সহস্ত্র তাল অভিযানে গিয়েছিলেন ২২ জন। পাহাড়ের ১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় ওঠার পর নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল দলটি। সেই দলে কর্নাটকের ১৮ জন ছিলেন। এক জন মহারাষ্ট্রের এবং তিন জন গাইড ছিলেন। ৭ জুন তাঁদের ফেরার কথা ছিল। উত্তরকাশীর জেলাশাসক মেহেরবান সিং বিস্ত জানিয়েছেন, খারাপ আবহাওয়ার জন্য মঙ্গলবার বিকেল ৪টের সময় ওই দলটি কুরফিতে আটকে পড়েছিল।

জেলাশাসক আরও জানিয়েছেন, উত্তরাকাশী এবং টিহরী বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্রের কাছে খবর পৌঁছতেই রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দল উদ্ধারকাজে নামে। যেখান থেকে ট্রেকিং শুরু হয়েছিল, সেই কুশ কল্যাণ বেস ক্যাম্পে যায় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। তল্লাশি অভিযান এবং উদ্ধারকাজের জন্য দু'টি হেলিকপ্টারও নামানো হয়। উদ্ধারকাজে নামে বায়ুসেনাও। মঙ্গলবার থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধারে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। দু'দিন ধরে উদ্ধারকাজ চালিয়ে ১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবারেই পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার আরও চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পাঁচটি দেহ উদ্ধার হলেও এখনও বাকি দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

অভিনন্দন জানিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে খোঁচা কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর

ওটাওয়া, ৬ জুন: খলিস্তানি ইস্যুতে বিদ্ধ হয়ে আছে ভারত-কানাডা সম্পর্ক। এর মাঝেই সেদেশের নির্বাচনে নাক গলানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে। যা নিয়ে সংঘাত আরও বেড়েছে। কিন্তু এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেও লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, মানবাধিকার, বিবিধতা ও আইনের শাসন মেনে দু'দেশের সম্পর্ক এগিয়ে যাবে। বিশ্লেষকদের মতে, অভিনন্দন জানিয়েও মোদি সরকারকে খোঁচা দিয়ে দিলেন ট্রুডো।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের উপর নজর রেখেছিল বিভিন্ন দেশ। ৪ জুন ভোটের ফলাফল ঘোষণা হতেই এই নির্বাচন ও মোদি সরকারকে নিয়ে নানা কাটাছেঁড়া করেছে বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো। এর মাঝেই নমোকে শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতারা। এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ট্রুডোও। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অনেক অভিনন্দন।' আগামিদিনে একসঙ্গে কাজ করতে চাইলেও এদিন দিল্লিকে কিছুটা বিঁধে ট্রুডো বলেন, মানবাধিকার, বিবিধতা, আইনের শাসন বজায় রেখেই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হবে।

উল্লেখ্য, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের মামলায় এখনও পর্যন্ত কানাডায় গ্রেপ্তার হয়েছে চার ভারতীয় নাগরিক। যা নিয়ে শিখদের একটি অনুষ্ঠানে ট্রুডো বলেছিলেন, কানাডায় আইনের শাসন রয়েছে। স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ রয়েছে। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে রক্ষা করাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। বিশ্লেষকদের মতে, নিজের দেশের আইনের শাসন মনে করিয়ে দিয়েই এদিন মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

নিজ্জর খুনের পর থেকেই ফাটল চওড়া হয়েছে ভারত-কানাডা সম্পর্কের। গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। নিজ্জর খুনে অভিযোগ তুলেছিলেন দিল্লির দিকে। তার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়। এরপর ভারত থেকে ৪০ জন কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে নেয় কানাডা। ট্রুডোকে সরকারকে পালটা দিয়ে ভারত বারবার অভিযোগ করে চারণভূমি হয়ে উঠেছে। কানাডার প্রশ্রয়েই খলিস্তানিরা নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করছে। ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। ফলে আরেকবার মোদি সরকার ক্ষমতায় আসায় আগামিদিনে দু'দেশের সম্পর্ক কোনদিকে এগবে সেদিকেই নজর রয়েছে কূটনৈতিক মহলের।

আয়কর আর অভিবাসন নীতি নিয়ে টিভি শোয়ে তর্কে জড়ালেন সুনাক ও স্টার্মার

লন্ডন, ৬ জুন: আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। তার আগে বুধবার একটি টিভি চ্যানেলে বিতর্কসভায় অংশ নিলেন কনজারভেটিভ দলের নেতা ঋষি সুনাক এবং লেবার পার্টির নেতা তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলনেতা কিয়ার স্টার্মার। বিতর্কের বিষয় ছিল আয়কর আর অভিবাসন নীতি। বিতর্কসভার উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। দুই নেতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকাকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

সুনাক নিজেই নির্বাচনের সময় তিন মাস এগিয়ে আনলেও গদি হারাতে পারেন, বলছে ব্রিটেনের বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা। কনজারভেটিভদের সামগ্রিক ফল খুব খারাপ হতে চলেছে বলে আশঙ্কা। পাশাপাশি লেবার পার্টির উত্থান হতে চলেছে বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এই ভাবনার ছাপ পড়ল দুই নেতার টিভি বিতর্কেও। সুনাককেই বেশি উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে দেখা গিয়েছে। সুনাক দাবি করেন, লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে বিপুল করের বোঝা চাপাবে। স্বভাবতই সুনাকের বক্তব্য উড়িয়ে দেন স্টার্মার। লেবার পার্টিকে দুষে সাধারণ নাগরিকের উদ্দেশে সুনাকের বার্তা, আপনার চাকরি, আপনার গাড়ি, আপনার পেনশন। সবেতে কর চাপাবে ওরা। পালটা স্টার্মার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে অতিরিক্ত ধনী হওয়ায় সাধারণ মানুষের সমস্যা তাঁর কানে পৌঁছয় না। গত আট বছরে কনজারভেটিভদের পাঁচ বার প্রধানমন্ত্রী বদল নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি।

ব্রিটেনে বসবাসকারী ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের জন্য ২৫ দিনের 'সমাজ সেবা' (কমিউনিটি সার্ভিস) এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন সুনাক। দর্শকদের অবশ্য এই প্রস্তাব পছন্দ হয়নি। স্টার্মারও সেগুলির বিরোধিতা করেছেন। কনজারভেটিভদের উদার অভিবাসন নীতির সমালোচনা করেন স্টার্মার। অবৈধ ভাবে ব্রিটেনে প্রবেশ করা শরণার্থীদের রওয়ান্ডায় পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব এনেছে সুনাক সরকার। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। টেলিভিশনে বিতর্কসভাতেও তারই ছাপ মিলল এদিন।

কনজারভেটিভ সুপ্রিমো সাফ জানিয়ে দিলেন, নিজের অবস্থান থেকে এক চুলও নড়বেন না তিনি। সুনাকের কথায়, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিধি মেনেই অভিবাসন নীতি পেশ করা হয়েছে। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করে। তবে মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে অবৈধ শরণার্থীদের ব্রিটেনে শিকড় গাড়তে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ইউরোপীয়ান মানবাধিকার কমিশন থেকেও বেরিয়ে আসবে ডাউনিং স্ট্রিট।

বিমানবন্দরে কঙ্গনাকে সপাটে চড় মহিলা জওয়ানের

চণ্ডীগড়, ৬ জুন: বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে নামতেই অনভিপ্রেত ঘটনার শিকার হলেন কঙ্গনা রানাউত। মাণ্ডির ভাবী সাংসদকে সপাটে 'চড়' মারার অভিযোগ উঠল এক মহিলা জওয়ানের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন আচমকাই আক্রমণের শিকার হলেন কঙ্গনা! জানা গিয়েছে, একুশ সালে মাসখানেক ধরে জারি থাকা দিল্লির রাজপথে পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করে পর পর আক্রমণাত্মক টুইট করেছিলেন কঙ্গনা রানাউত। যার জেরে আইনি বিপাকেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এবার চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে তারই মাশুল গুণতে হল তাঁকে। জানা গিয়েছে, কঙ্গনাকে চড় মারা ওই মহিলা জওয়ান আদতে পঞ্জাবের কাপুরথালার বাসিন্দা।

মোদির শপথের দিন দিল্লিতে উপস্থিত থাকবেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রনেতারা

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: রবিবার তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের অর্থাৎ এনডিএ-র নেতাদের একটি বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ হিসেবেই বেছে নেওয়া হয়।

নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ নেতাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে এই অনুষ্ঠানে তাঁদের তরফ থেকে অংশ নেওয়া হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি মোদিকে তাঁর নির্বাচনী জয়ের জন্য প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তিনি দিল্লিতে শুক্রবার আসছেন বলেই জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় শেখ হাসিনা ও মোদির মধ্যে সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেরই প্রতিফলন ঘটায়। এর পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংঘেও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল 'প্রচণ্ড', ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগন্নাথকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব প্রদর্শন করে। ২০১৪-তেও মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্কের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মেক্সিকোর পোলট্রিতে বার্ড ফ্লুর আতঙ্ক, মৃত্যু বৃদ্ধের: মেক্সিকোতে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এই প্রথম বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। ৫৯ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি গত এপ্রিলে জ্বরে আক্রান্ত হন। এর পর কিছু দিনের মধ্যেই ডায়েরিয়া, শ্বাসকষ্ট এবং বমিভাব দেখা দেয়। তিন সপ্তাহ গুরুতর অসুস্থ থাকার পরেই গত ২৪ এপ্রিলে মৃত্যু হয় বৃদ্ধের।

বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, কিছুদিন আগে মেক্সিকোর পোলট্রিতে এ(এইচএসএন২) মারণ ভাইরাস ছড়ানোর খবর মিলেছিল। তবে গোটা বিশ্বে এটিই প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা এ(এইচএসএন২) ভাইরাসের সংক্রমণে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। প্রাথমিক পরীক্ষায় ওই ব্যক্তির শরীরে অজানা ফ্লু'র উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীতে আরও উন্নত ল্যাবে টেস্ট করে এইচএসএন২ টাইপ বার্ড ফ্লু'র উপস্থিতি পাওয়া যায়। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, মেক্সিকোর এই ঘটনা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SFDC/MD/ NIT-01(e) /2024-25
SFDC Ltd. Invites E-tender for "Supply of Guppy Fish at Various districts of West Bengal" during the year 2024-25. Start date and End date of Bid Submission are 11.06.2024 and 28.06.2024 respectively.
Please visit www.wbtenders.gov.in for details.

NOTICE
Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd, 4/5, Rishi Bankim Chandra Road, Howrah-711101. Sealed quotation/Rate are invited from Reputed Organization / Parties having Valid GST/TDS Number/ Trade Licence for purchase of Burned Mobile within **14th June, 2024.**
Details for Quotation contact at Armenian Store.
Sd/-
Secretary

ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড
CIN: U19100WB2014PLC204637
রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৪, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২৯
ফোন : (০৩৩) ২৩০১ ৪৪২১
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com
এতদ্বারা ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড এর সদস্যগণকে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত ঠিকানায় তাদের স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র দ্বারা ইমেল ঠিকানা/ পরিবর্তন পাঠাতে। যে সকল সদস্য ডিমাট মোডে শেয়ার ধারণ করছেন তাদের ইমেল ঠিকানা সরাসরি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট পাঠাবেন।
ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
বিবেক মোহন
স্থান: গুরুগ্রাম — ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৪ — DIN : 10426160

বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেড
CIN: U70101WB1987PLC042839
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬এ, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০১৩
ফোন : (০৩৩) ২৩০১ ৪৪২১
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com
এতদ্বারা বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেড এর সদস্যগণকে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত ঠিকানায় তাদের স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র দ্বারা ইমেল ঠিকানা/পরিবর্তন পাঠাতে। যে সকল সদস্য ডিমাট মোডে শেয়ার ধারণ করছেন তাদের ইমেল ঠিকানা সরাসরি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট পাঠাবেন।
বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
গুঞ্জন শাহ
স্থান: গুরুগ্রাম — ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৪ — DIN : 08525366

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ২৫ মে, ২০২৪ নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ, অনুমোদনের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রেরণ শুক্রবার ৩১ মে, ২০২৪ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে। ভোটের সময় শুরু হবে শনিবার ১ জুন, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় এবং সমাপ্ত হবে রবিবার ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায়। ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএল কর্তৃক অকার্যকার করা হবে ভোট গ্রহণের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সময় পরবর্তীতে এবং পোস্টাল ব্যালট গ্রহণ সদস্যদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখের পর অবৈধ বলে গণ্য হবে। উক্ত নোটিশ, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট http:/www.wpil.co.in/investor-services.php এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট http:/www.evoting.nsdl.com থেকে। ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণ এনএসডিএল-এর নিঃশুল্ক ফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লি.-এর ফোন নম্বর (০৩৩) ৪০৭২ ৪০৫১-৫৩ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
বোর্ডের আদেশক্রমে
ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৬ জুন ২০২৪

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/001/WW/2024 – 2025, DATED – 07.06.2024
1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses. 2. Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set.
N.I.Q. NO. – UKM/002/WW/2024 – 2025, DATED – 07.06.2024
1. Supplying one number 20 H.P. pump motor set at water works department under u.k.m.
N.I.Q. NO. – UKM/003/WW/2024 – 2025, DATED – 07.06.2024
1. Lifting & lowering 3 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses. 2. Rewinding & Repairing 3 number 20 H.P. Pump motor Set.
N.I.Q. NO. – UKM/004/WW/2024 – 2025, DATED – 07.06.2024
1. Supplying 150 mm dia & 250 mm dia Pipe Line Fittings. Quotation Submission closing Date – 19.06.2024. at 1.00 p.m.
For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman, Uttarpara-kotrung Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 08 to 19/24-25 Dated. 06-06-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 Parganas, Hooghly, Paschim Mednipur, Bankura, Burdwan and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **07-06-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **15-06-2024 & 21.06.2024 upto 3:00 pm.**
Date: 06.06.2024 — **Sd/- Executive Engiueer**

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১
কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ২১ জুন ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ৯ জুলাই ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২ জুলাই ২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যে অবস্থায় আছে**" **এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৭,৬৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ২৪.০৬.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ ০৯.০৭.২০২৪ **এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ১২.০৭.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।**
স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩
তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪
স্থান : রুরকি

বিশ্বকাপ শুরু হতে না হতেই খলনায়ক নিউ ইয়র্কের পিচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকায় ক্রিকেটের থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় বেসবল। সেই খেলায় শুধু ফুলটস বল করা হয়। অর্থাৎ বল মাটিতে পড়ে না। সোজা ব্যাটারের দিকে বল ছোড়া হয়। ভারত-আয়ারল্যান্ড ম্যাচে পিচ দেখার পর অনেকের কটাক্ষ, আমেরিকায় বেসবলের পিচও এরকম। তাই পিচে বল ফেলা হয় না।

বুধবার নিউ ইয়র্কের মাঠে দেখা গেল কোনও বল হঠাৎ উঠছে, কোনওটা নেমে যাচ্ছে। পেসারেরা সুইংও পাচ্ছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যে পরিমাণ রান উঠতে দেখা যায়, আমেরিকায় সেটা হচ্ছে না। ব্যাটারদের পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে। যা নিয়ে খুশি হতে পারছেন না ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তিনি বলেন, তআমরা চাই আমেরিকায় ক্রিকেটের প্রচার হোক। কিন্তু এই পিচ ক্রিকেটারদের জন্য সুরক্ষিত নয়। ভারতে এমন পিচ হলে, কয়েক বছরের জন্য সেখানে খেলাই বন্ধ হয়ে যেত। এই পিচটা ভাল নয়। আর এখানে বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে, কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়।

শ্রীলঙ্কা বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর থেকেই এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পিচ নিয়ে নানা ধরণের সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা আরও বেড়ে যায় বুধবার ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এই বিষয়ে মুখ খোলায়। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতলেও পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন তিনি। গায়ে বল লাগার পর অর্ধশতরানের পরেই মাঠ ছেড়েছিলেন রোহিত। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছিলেন, অতুন মাঠ। নতুন পরিবেশ। আমরা একটু দেখে নিতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এখানকার পিচ এখনও ঠিক মতো তৈরি হয়নি। যদিও বোলারেরা ভাল সাহায্য পাচ্ছে। তবে বোলিংয়ের প্রাথমিক বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দিতে হবে। টেস্ট ম্যাচের মতো বল করতে হবে।দ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টেস্টের মতো খেলা হলে সেটা দর্শকদের জন্য খুব একটা উপভোগ্য হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

রোহিত মনে করেন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ৫২ রানের ইনিংসের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

বিশ্বকাপের মাঠে সতীর্থদের জন্য জল বয়ে নিয়ে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ জিতেছেন। তাঁর নেতৃত্বে হায়দরাবাদের আইপিএল দল চোখধাঁধানো খেলা উপহার দিয়ে চমকে দিয়েছে সকলকে। সেই বিশ্বজয়ী অধিনায়কই এ বার অন্য ভূমিকায়। আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সতীর্থদের জন্য জল, তোয়ালে নিয়ে মাঠে ঢুকতে দেখা গেল প্যাট কামিন্সকে। যা দেখে কামিন্সের 'স্পোর্টসম্যান স্পিরিট'-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট বিশ্ব।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরাট কোহলিকে দেখা গিয়েছিল খেলোয়াড়দের জন্য জল, তোয়ালে নিয়ে ছুটতে। সেই সময় বিরাটের খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার প্রশংসা হয়েছিল সর্বত্র। এ বার কার্যত সেই ভূমিকায় দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ার এক দিনের দলের অধিনায়ক কামিন্সকেও। ঘটনা হল, আইপিএলে মন মাতিয়ে দেওয়ার পর কামিন্স এখন বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছেন আমেরিকা। বার্বাডোজে অস্ট্রেলিয়ার খেলা ছিল ওমানের বিরুদ্ধে। ক্রিকেটে অজ্ঞাতকুলশীল ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ছিলেন না কামিন্স। তাঁর জায়গায় খেলছিলেন নাথন এলিস। খেলা চলাকালীন দেখা যায়, কামিন্স জলের বোতল এবং তোয়ালে হাতে নিয়ে ছুটে ঢুকে পড়লেন মাঠে। তার পর দৌড়ে চলে গেলেন সতীর্থদের কাছে। কামিন্সের এই অবতার দেখে প্রথমে অবাক হয়ে যান ধারাভাষ্যকারেরাও। যদিও সতীর্থদের তেষ্টা মেটাতে পেরে খুশি কামিন্স।

সাম্প্রতিক কালে ক্রিকেটে বদল এসেছে অনেক। সেই বদলের হাত ধরেই মাঠে এই দৃশ্য বলে অনেকে মনে করেন। মাঠে যে খেলোয়াড়েরা খেলছেন, তাঁদের পরামর্শ দেওয়াই কামিন্সের মাঠে ঢোকার উদ্দেশ্য। তাঁদের যুক্তি, জল নিয়ে মাঠে ঢোকার দায়িত্ব সাধারণত থাকে দলের

মনে করালেন বিরাটকে

কমবয়সীদের হাতে। কামিন্স সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে মাঠে ঢুকছেন মানে শুধু জল খাওয়ানো বা ঘাম মোছার তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া নয়, বরং খেলার পরিস্থিতি বিচার করে খেলোয়াড়দের বিশেষ কিছু টিপ্ স বা পরামর্শ দেওয়া। বার্বাডোজেও একই জিনিস হয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে এ ভাবে জল বইতে দেখে অবাক ক্রিকেটবিশ্ব। এর আগে এমন উদাহরণ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু কামিন্সের মাপের খেলোয়াড়দের সাধারণত এ ভাবে দেখতে অভ্যস্ত নন কেউই। কিন্তু রাজার খেলা ক্রিকেটে এমন ঘটনা ঘটে। কামিন্স তাই তার ব্যতিক্রম নন।

বিশ্বকাপের ম্যাচে যদিও অস্ট্রেলিয়া দলে কামিন্সের না থাকা অনুভূত হয়নি। প্রথমে ব্যাট করে ডেভিড ওয়ার্নার এবং মার্কাস স্টয়নিসের কাঁধে চেপে অসিরা করে ১৬৪ রান। বল করতে নেমেও স্টয়নিস তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের ভাগ্য স্থির করে দেন। ওমান বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপাতত অস্ট্রেলিয়ার নজর আগামী ৮ জুন ইংল্যান্ড ম্যাচের দিকে।

দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন সুনীল, ড্র করে লড়াই কঠিন ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের জার্সিতে জিতে মাথা উঁচু করে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাতে পারলেন না সুনীল ছেত্রী। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কুয়েতের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে নিজেদের অবস্থান কঠিন করে ফেলল ভারত। ঘরের মাঠে ৬০ হাজার সমর্থককে পেয়েও জিততে পারল না। অবস্থা যা, তাতে খাতায়-কলমে টিকে থাকলেও বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

গ্রুপ এ-তে সবার উপরে রয়েছে কাতার। তাদের ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে ৫ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে ভারত। ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে কুয়েত উঠে এল তৃতীয় স্থানে। আফগানিস্তানের ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচে কাতারের বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে আফগানিস্তানের। সেই ম্যাচে আফগানিস্তান হারবে বলেই ধরে নেওয়া যায়। পরের রাউন্ডে কুয়েত খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। সেখানেও সমস্যা। কারণ ম্যাচটি ড্র হলে, গোলপার্থক্য ভাল হওয়ার কারণে কুয়েত দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসে ভারতকে ছিটকে দেবে। তাই কোনও দিকেই যাওয়ার উপায় নেই।

দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন সুনীল। কিন্তু সতীর্থেরা কি তাঁকে জেতানোর জন্য নেমেছিলেন? ম্যাচের ফলাফল দেখে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ৯০ মিনিট জুড়ে ভারতের ফুটবলারেরা যে হতশ্রী ফুটবল খেললেন, তা কল্পনা করাও কঠিন। কুয়েতের মতো দেশ বলে ম্যাচটা ড্র করতে পারল ভারত। অন্য কোনও দেশ হলে নিশ্চিত ভাবে অন্তত তিনটি গোল দিত। ভারতের গোলে গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু ভাল না খেললে তিন গোল খেতে পারত ভারত।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়লেন মিচেল স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই চোট পেলেন মিচেল স্টার্ক। কলকাতা নাইট রাইডার্সের জোরে বোলার মাঠ ছেড়েছেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। স্বভাবতই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারকে নিয়ে।

ওমানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচেই চোট পেলেন স্টার্ক। ওমানের ইনিংসের ১৫তম ওভারে প্রথম বলটি ওয়াইড করেন স্টার্ক। সেই বলের পরই খোঁড়াতে দেখা যায় স্টার্ককে। ঝুঁকি না নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান তিনি। ওভার শেষ করার জন্য গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে বল দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ। মাঠ ছাড়ার আগে ২০ রানে ২ উইকেট নেন স্টার্ক।

স্টার্কের চোট নিয়ে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর প্রশ্ন করা হয় মার্শকে। তিনি বলেছেন, "পায়ে টান ধরেছিল স্টার্কের। বিশ্বকাপ সবে শুরু। তাই ও কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। সাবধানতার জন্য মাঠ ছাড়তে চেয়েছিল। আমিও আপত্তি করিনি। উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনও চোট লাগেনি ওর। তবে ওই অবস্থায় বল করলে বড় চোট লাগতে পারত।"

মাঠ ছাড়ার আগে ৩ ওভারে ২০ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন বাঁ হাতি জোরে বোলার। প্রথম ওভারের তৃতীয় বলেই আউট করেন ওমানের ওপেনার প্রতীক আথাভালেকে। আইপিএলের মিনি নিলামে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দিয়ে স্টার্ককে কিনেছিল কেকেআর। কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টার্ক।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার তিন দিন আগে বাবরদের হোটেল বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগে পাকিস্তান দলকে অন্য হোটেলে সরিয়ে দিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। হোটেল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগেই নতুন হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাবর আজমদের।নিউ ইয়র্কের যে হোটেলে বাবরদের রাখা হয়েছিল, সেখানকার পরিষেবা নিয়ে সমস্যা ছিল না। তবু হোটেল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল পিসিবি। হোটেলের অবস্থান পছন্দ হয়নি বাবরদের। হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে যেতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগছিল পাকিস্তান দলের। বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় স্টেডিয়ামে আসা-যাওয়ার জন্য দিনে ৩ ঘণ্টা সময় নষ্ট হচ্ছিল। এই ব্যবস্থা পছন্দ হয়নি পাকিস্তানের। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সরকারি ভাবে আপত্তি জানানোর পর বাবরদের হোটেল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন আইসিসি কর্তারা।

নতুন হোটেলে এসে খুশি বাবরেরা। সেখান থেকে স্টেডিয়ামে যেতে এখন ৫ মিনিট সময় লাগছে। ভারতীয় দলকে প্রথম থেকেই যে হোটেলে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে স্টেডিয়াম যেতে ১০ মিনিট লাগছে। অর্থাৎ ভারতের থেকেও স্টেডিয়ামের আরও কাছের হোটেলে চলে এল পাকিস্তান দল। নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে পাকিস্তান। বাবরদের প্রথম প্রতিপক্ষ আমেরিকা। এই মাঠেই আগামী ৯ জুন ভারত এবং ১১ জুন কানাডার বিরুদ্ধে খেলবেন তাঁরা।

যুবভারতী সুনীলের জন্য গলা ফাটাচ্ছে

প্রতিবাদ সাত বছরের শিশুর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: খেলা তখনও শুরু হয়নি। যুবভারতীতে হয়তো সবে হাজার পাঁচেক দর্শক ঢুকেছেন। সকলে অপেক্ষায় সুনীল ছেত্রীর। কখন তাঁর দেখা পাওয়া যাবে, কখন তিনি হাত নাড়বেন। তাঁর জন্যই তো মঞ্চ সাজানো। সুনীলের মুখোশ, জার্সিতে সাজছে যুবভারতী। আর তার মাঝে তীব্র প্রতিবাদ এক সাত বছরের শিশুর। সে কুয়েত থেকে এসেছে। দলের জয় দেখতে চায়। উল্টো দিকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক অবসরের পথে। তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই তার। বছর ২৫-এর এক ভারতীয় সমর্থকের সঙ্গে ঝগড়া জুড়ে দিল সেই সাত বছরের ছোট্ট কুয়েতি।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ভারতীয় দলের বাস ঢোকে যুবভারতীতে। সামনের আসনেই ছিলেন সুনীল। বাস থেকে নেমে এক পরিচিতকে দেখতে পেয়ে হাত মিলিয়ে সোজা চলে গেলেন সাজঘরে। একে একে নেমে এলেন ভারতের বাকি ফুটবলারেরা। বাকিদের কাছে এটি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচ হলেও সুনীলের কাছে বৃহস্পতিবারটা একটু আলাদা। এ দিনই যে শেষ বার ভারতের জার্সিতে খেলতে নামবেন তিনি। যুবভারতীর বাইরেই শ'দেড়েক সমর্থক দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীলকে আমন্ত্রণ জানাতে। তাঁদের চিৎকারে স্টেডিয়ামে প্রবেশ সুনীলের।

সাজঘরে তৈরি হয়ে নেমে পড়লেন মাঠে আবার সেই চিৎকার। 'সুনীল, সুনীল', নামে যুবভারতী কাঁপাচ্ছেন তখন সেই হাজার পাঁচেক দর্শকই। আর তার একটু আগেই ভিআইপি গ্যালারি থেকে কুয়েতের পতাকা হাতে হুঙ্কার দিচ্ছিল সেই সাত বছরের শিশু। নীচে ভারতের এক সমর্থক 'ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া' বলে চিৎকার করছে। আর উত্তর দিচ্ছে ওই শিশু। বেশ কিছু ক্ষণ বাগ্ যুদ্ধের পর আঙুল উঁচিয়ে চুপ করতে বলল সে। ভারতীয় সমর্থক তখন সুনীলের মুখোশ দেখাচ্ছেন। সহ্য হল না কুয়েতের ছোট্ট সমর্থকের। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে অভিযোগ করল। তাতে কাজ না হওয়ায় নিজেই চিৎকার করে উঠল, তশাট আপ।দ

গ্যালারি যদিও সেই সময়ই সুনীলের জয়ধ্বনি শুরু করেছে। কারণ মাঠে নেমে পড়েছেন ভারত অধিনায়ক। গ্যালারির দিকে নমস্কার জানিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিলেন। হয়তো এটাই শেষ বার। তবুও গায়ে তো ভারতের জার্সি।

পাকিস্তানের মাথায় ঘুরছে ভারত ম্যাচ

রোহিতদের বিরুদ্ধে মহারণ নিয়ে মুখ খুললেন বাবর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার আমেরিকার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে। তবে নজর এখন থেকেই রয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে। ৯ জুনের সেই ম্যাচ নিয়ে কথা বললেন বাবর আজম। পাকিস্তানের অধিনায়ক জানালেন, যে ম্যাচের কথা শুনে ছোট থেকে বড় হয়েছে, তা খেলার সুযোগ পেয়ে গর্বিত।

বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে এ কথা বলেছেন বাবর। তাঁর কথায়, তগোটা দুনিয়া এই ম্যাচের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে।দ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে সাত সাক্ষাতে ছ'বারই হেরেছে পাকিস্তান। তবে বাবর অতীত ইতিহাসের কথা মাথায় রাখতে চান না। তাঁর মতে, ম্যাচের দিন যারা আবেগ ধরে রাখতে পারবে তারাই জিতবে।

তবে বাবর উত্তেজিত আরও একটা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের অংশ হতে পেরে। তিনি বলেছেন, তএই ম্যাচ অন্য এক ধরনের চাপ। নিজেদের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে রাখার লড়াই। অভিজ্ঞতা থেকেই এটা সবচেয়ে ভাল শেখা যায়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যত বেশি আপনি খেলবেন, তত ভাল ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে পারবেন। এই ম্যাচের কথা আমরা ছোটবেলায় শুনতাম। এখন খেলি। নিঃসন্দেহে বড় ম্যাচ। আমরা সবাই এ ধরনের ম্যাচ খেলা উপভোগ করি।

বুধবার আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুরু করেছে ভারত। আমেরিকাকে যদি পাকিস্তান হারায়, তারাও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নামতে পারবে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পেসারদের লড়াই হবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

বিপক্ষ দলের সাজঘরে ঢুকে পড়ছিলেন ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আউট হয়ে সাজঘরে ফেরার সময় অনেককে দেখা যায়, নিজের উপর বিরক্তি প্রকাশ করতে। কেউ আবার বাউন্ডারিতে প্যাড-গ্লাভস-ব্যাট ফেলে হতাশ হয়ে ডাগ আউটে বসে পড়েন। কিন্তু তাই বলে বিপক্ষ দলের সাজঘরে ঢুকে পড়া! এমনটাই করতে গিয়েছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। তার পরে কী হল?

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেছেন ওয়ার্নার। ৫১ বলে ৫৬ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিসুলভ ইনিংস না হলেও সেই পরিস্থিতিতে তা দরকার ছিল। কারণ, পর পর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে আউট হন ওয়ার্নার। ৬টি চার ও ১টি ছক্কার ইনিংস শেষে যখন তিনি ফিরছেন তখন দেখা যায় ভুল করে ওমানের সাজঘরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা শুরু করেছেন তিনি। কয়েক পা ওঠার পরে তাঁকে পিছন থেকে ডেকে কেউ তাঁর ভুল ধরিয়ে দেন। তখন দেখা যায় নেমে নিজেদের সাজঘরের সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন ওয়ার্নার। এই গোটা ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়। চলতি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচ ছিল ওমানের বিরুদ্ধে। লড়াইটা অস্ট্রেলিয়ার কাছে খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু লড়াই করল ওমান। প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান করে অস্ট্রেলিয়া। ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার করেন ৫৬ রান।

ভারতের প্রথম একাদশে নেই কোনও বাঙালি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে কুয়েতের বিরুদ্ধে ম্যাচ। আর সেই ম্যাচের দলেই নেই কোনও বাঙালি। বৃহস্পতিবার কুয়েত ম্যাচে ভারতের ফুটবল দলের কোচ ইগর স্তিমাচ যে প্রথম একাদশ ঘোষণা করেছেন, সেখানে কোনও বাঙালি খেলোয়াড় নেই। বাঙালি শুভাশিস বসু এবং রহিম আলি রয়েছেন রিজ ার্ভ বেঞ্চে।

সব ঠিকঠাক থাকলে এই ম্যাচে শুভাশিস বসুরই প্রথম একাদশ থাকার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচের আগে শোনা গিয়েছিল কোচ স্তিমাচ প্রথম একাদশে চমক দিতে চলেছেন। অনেকে আবার ভাবতে শুরু করেন, সুনীলকেই প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হবে না তো? তা হয়নি। কিন্তু এফসি গোয়ার ফুটবলার জয় গুপ্তাকে প্রথম একাদশে রাখা হয়েছে। তিনি জাতীয় দলের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছেন।

এক সময় ভারতীয় দলে বাঙালি ফুটবলারদের আধিক্য দেখা যেত। সেই দিন অনেক আগেই গিয়েছে। প্রীতম কোটাল অনেক দিনই জাতীয় দলে জায়গা হারিয়েছেন। এখন শুভাশিস এবং রহিমকেই জাতীয় দলে নিয়মিত দেখা যায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং